দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

আসীদ্‌গিরিবরো রাজং স্ত্রিকূট ইতি বিশ্রুতঃ।
ক্ষীরোদেনাবৃতঃ শ্রীমান্ যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গজীগণ সহ জলে ক্রীড়মান গজেন্দ্রের দৈবাৎ গ্রাহগ্রস্ত হইয়া শ্রীহরিস্মরণ বর্ণিত হইয়াছে। (চতুর্থ মন্বন্তরকালে শ্রীভগবানের এই গজেন্দ্রবিমোক্ষণলীলা। দ্বিতীয়াদি তিন অধ্যায়ে ইহার বিষয় বর্ণিত হইতেছে।)

ক্ষীরোদসাগর-পরিবেষ্টিত অযুতযোজন উচ্ছ্রিত অতি মনোরম দৃশ্য 'ত্রিকূট' নামক পর্ব্বতের দ্রোণীদেশে মহাত্মা বরুণের 'ঋতুমৎ' নামক উদ্যানে এক পরম মনোহর সরোবর আছে। একদা সেই সরোবরে উক্ত পর্ব্বতবাসী এক যূথপতি করী করেণুগণ সহ আসিয়া ক্রীড়োন্মত্ত হইলে জলচর জীবকুলের জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটী বলবান্ কুম্ভীর আসিয়া ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করিল। গজেন্দ্র এবং নক্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্র বৎসর ঐরূপে অতিক্রান্ত হইল, তথাপি উভয়েই জীবিত রহিল। কিন্তু গজেন্দ্র ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকিল, অথচ নক্রের বল, বীর্য্য ও উৎসাহ উত্তরোত্তর অধিক হইতে লাগিল। তখন গজেন্দ্র গ্রাহগ্রাস হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণেই শরণাগত হইবার মনঃস্থ করিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, ক্ষীরোদেন (ক্ষীরসমুদ্রেণ) আবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ ক্ষীরাব্ধিদ্বীপস্থঃ) শ্রীমান্ (অতীব সৌন্দর্য্যশালী) যোজনাযুতম্ (অযুতযোজনপরিমিতম্) উচ্ছ্রিতঃ (উন্নতঃ) ত্রিকূটঃ ইতি বিশ্রুতঃ (বিখ্যাতঃ) গিরিবরঃ (কশ্চিৎ পর্ব্বতঃ) আসীৎ (অস্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, অতিশয় সৌন্দর্য্যশালী অযুত যোজন পরিমিত ও উন্নত ত্রিকূট নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বত আছে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রিকূট-তত্রস্থোদ্যানসরোবর্ণনবিশ্রুতেঃ।
দ্বিতীয়েঽত্র গজেন্দ্রেণ গ্রাহার্ত্তেন হরিঃ স্মৃতঃ ॥০॥
আসীৎ অস্তি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ ত্রিকূট পর্ব্বতস্থ উদ্যান ও সরোবরের বর্ণনা এবং গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীহরির স্মরণ বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'আসীৎ'—আছে (ত্রিকূট নামে একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে) ॥ ১ ॥

তাবতা বিস্তৃতঃ পর্য্যক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্।
দিশশ্চ রোচয়ন্নাস্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ ॥ ২ ॥
অন্যৈশ্চ ককুভঃ সর্ব্বা রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নির্ঘোষৈর্নির্ঝরাম্ভসাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তাবতা (যোজন যুতেন) পর্য্যক্ (পরিতঃ) বিস্তৃতঃ (ত্রিকূটঃ) রৌপ্যায়স-হিরণ্ময়ৈঃ (রজত-লৌহ-সুবর্ণময়ৈঃ) ত্রিভিঃ (মুখ্যৈঃ) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ) পয়োনিধিং দিশঃ রোচয়ন্ (উজ্জ্বলয়ন্ তথা) রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ (রত্নধাতুভিশ্চ বিচিত্রিতৈঃ) নানাদ্রুমলতাগুল্মৈঃ (নানাবিধানাং দ্রুমলতানাং গুল্মাঃ যেষু তৈঃ) অন্যৈঃ চ (শৃঙ্গৈঃ) নির্ঝরাম্ভসাং নির্ঘোষৈঃ (শব্দৈঃ চ) সর্ব্বাঃ ককুভঃ (সর্ব্বাঃ দিশঃ) (রোচয়ন্) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ২।৩ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে তৎপরিমাণে বিস্তৃত সেই পর্ব্বত লৌহ, রৌপ্য এবং স্বর্ণময় তিনটী শিখর দ্বারা সমুদ্র ও দশদিক্ এবং নানা রত্ন ও ধাতুদ্বারা চিত্রিত বহুবিধ বৃক্ষ, লতাগুল্ম-মণ্ডিত ও নির্ঝরধ্বনি-মুখরিত অন্য শৃঙ্গসমূহ দ্বারা দিক্‌নিচয়ের শোভাবর্ধন করিতেছে ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—পর্য্যক্ পরিতঃ তাবতা যোজনাযুতেনৈব। ত্রিকূটসমাখ্যায়া বীজমাহ ত্রিভিঃ মুখ্যৈঃ শৃঙ্গৈর্দিশঃ উর্দ্ধগতা এব। অন্যৈঃ শৃঙ্গৈঃ ককুভঃ সর্ব্বা অষ্টাবেব পর্য্যক্ দিশো রোচয়ন্নাস্ত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। নির্ঘোষৈর্দিশাং রোচনা তাসু প্রতিধ্বনিসমর্পণেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'পর্য্যক্'— চতুর্দ্দিকে ঐ পর্ব্বতটি সেই পরিমাণ, অর্থাৎ দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। 'ত্রিকূট'—নামকরণের কারণ বলিতেছেন —তিনটি মুখ্য শৃঙ্গদ্বারা ঊর্দ্ধ্ব দিক শোভিত করিয়া আছে, এই নিমিত্তই তাহার নাম 'ত্রিকূট' হইয়াছে। অন্যান্য শৃঙ্গসমূহ দ্বারা অষ্ট দিক্ 'রোচয়ন্ আস্তে' —সমুজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে, ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। 'নির্ঘোষৈঃ'—নির্ঝরসমূহের জল-প্রপাতের শব্দদ্বারা দশদিকের শোভা, তাহাতে প্রতি-ধ্বনি-সমর্পণের দ্বারা বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ২-৩ ॥

স চাবনিজ্যমানাঙ্ঘ্রিঃ সমন্তাৎ পয়ঊর্ম্মিভিঃ।
করোতি শ্যামলাং ভূমিং হরিন্মরকতাশ্মভিঃ ।৪॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ (ত্রিকূটপর্ব্বতঃ) পয়ঊর্ম্মিভিঃ (পয়সঃ সমুদ্রসলিলস্য ঊর্মিভিঃ তরঙ্গৈঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) অবনিজ্যমানাঙ্ঘ্রিঃ (অবনিজ্যমানাঃ প্রক্ষাল্য-মানাঃ অঙ্ঘ্রয়ঃ পাদমূলানি যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) হরিন্মরকতাশ্মভিঃ (হরিদ্ভিঃ পলাশবর্ণৈঃ মরকত-মণিভিঃ) ভূমিং শ্যামলাং (দূর্ব্বাদলশ্যামলবর্ণাং) করোতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐ ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদদেশ সর্ব্বতো-দিকে জলতরঙ্গে প্রক্ষালিত হওয়াতে অষ্টদিকস্থ মর-কত মণিদ্বারা সন্নিহিত ভূমি শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—পয়স ঊর্ম্মিভিঃ সমন্তাদবনিজ্যমানা অঙ্ঘ্রয়ো মূলপ্রান্তা যস্য সঃ। হরিৎসু অষ্টদিক্ষু স্থিতৈর্মরকতাশ্মভির্মধ্যবর্ত্তিনীং ভূমিং দুর্ব্বাদল-শ্যামলাং করোতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পয় ঊর্ম্মিভিঃ'—ক্ষীরোদ সমুদ্রের তরঙ্গরাজির দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে, 'অবনিজ্য-মানাঙ্ঘ্রিঃ'—প্রক্ষাল্যমান হইতেছে মূলপ্রান্ত যাহার, অর্থাৎ সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদমূল ধৌত হইতেছে। 'হরিন্মরকতাশ্মভিঃ'—অষ্টদিকে স্থিত সবুজবর্ণ মরকত প্রস্তররাশির দ্বারা ঐ পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী ভূমিকে দুর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামলবর্ণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমহোরগৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভির্জুষ্টকন্দরঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তথা) ক্রীড়দ্ভিঃ (ক্রীড়াং কুর্ব্বদ্ভিঃ) সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ব্বৈঃ বিদ্যাধরমহোরগৈঃ কিন্নরৈঃ অপ্সরোভিঃ চ জুষ্টকন্দরঃ (জুষ্টাঃ সেবিতাঃ কন্দরাঃ গুহাঃ যস্য সঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—উহার গুহাপ্রদেশ ক্রীড়াশীল সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর এবং অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

যত্র সংগীতসন্নাদৈর্নদদ্গুহমমর্ষয়া।
অভিগর্জ্জন্তি হরয়ঃ শ্লাঘিনঃ পরশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ ত্রিকূটপর্ব্বতে) সংগীত-সন্নাদৈঃ কিন্নরাদীনাং গীতধ্বনিভিঃ) নদদ্গুহং (নদন্ত্যঃ গুহাঃ যস্মিন্ প্রদেশে তং প্রদেশং) শ্লাঘিনঃ (স্ববীর্য্যগর্ব্বশালিনঃ) হরয়ঃ (সিংহাঃ পরশঙ্কয়া) (পরং সিংহান্তরম্ ইতি আশঙ্ক্য) অমর্ষয়া (অসহনেন ক্রোধেন) অভিগর্জ্জন্তি (ঘোরং গর্জ্জনং কুর্বন্তি) ॥৬॥

অনুবাদ—তথায় সঙ্গীত ধ্বনিতে গুহাসমূহ নিনাদিত হইলে স্ববীর্য্যোদ্ধত সিংহগণ অপর সিংহের আশঙ্কা করিয়া অসহ্য ক্রোধে ঘোর গর্জ্জন করি-তেছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্নরাদীনাং সঙ্গীতসন্নাদৈর্নদন্ত্যো গুহা যস্মিন্ তং প্রদেশং অভিলক্ষীকৃত্য অমর্ষয়া অসহনেন পরশঙ্কয়া গর্জ্জন্তি। শ্লাঘিনঃ কত্থমানাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র'—উক্ত পর্ব্বতের যে প্রদেশের গুহাসকল কিন্নর প্রভৃতির সঙ্গীতরবে শব্দায়-মান, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া সিংহগণ 'অমর্ষয়া' —অসহিষ্ণুতাবশতঃ প্রতিপক্ষ সিংহের গর্জ্জন মনে করতঃ সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছে। 'শ্লাঘিনঃ'— মদগর্ব্বিত সিংহগণ ॥ ৬ ॥

নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ।
চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ (নানা যে আরণ্যাঃ অরণ্যে ভবাঃ উৎপন্নাঃ পশবঃ গবা-

শ্বাদয়ঃ তেষাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ সঙ্কুলাভিঃ ব্যাপ্তাভিঃ দ্রোণীভিঃ পর্ব্বতপ্রান্তদেশৈঃ অলঙ্কৃতঃ) চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ (তথা চিত্রাঃ দ্রুমাঃ যেষু তেষু সুরোদ্যানেষু কলকণ্ঠাঃ মধুরস্বরাঃ বিহঙ্গমাঃ পক্ষিণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ সঃ ত্রিকূটঃ আস্তে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের প্রান্তদেশ নানাবিধ বন্য পশুসমূহ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া আছে এবং তত্রস্থ বিচিত্র বৃক্ষাদি-শোভিত দেবোদ্যানে সুমধুর স্বরবিহঙ্গগণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্রা দ্রুমা যেষু তেষু সুরোদ্যানেষু কলকণ্ঠা বিহঙ্গমা যত্র স আস্তে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিত্রদ্রুম-'—যেখানের বৃক্ষরাজি-সমন্বিত দেবোদ্যানে কলরবকারী পক্ষিগণ অবস্থান করে, তাদৃশ ত্রিকূট পর্ব্বত ॥ ৭ ॥

সরিৎসরোভিরচ্ছোদৈঃ পুলিনৈর্ম্মণিবালুকৈঃ ।
দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাম্ব্বনিলৈর্যুতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্ছোদৈঃ (অচ্ছোদকৈঃ নির্ম্মলজলৈঃ) সরিৎসরোভিঃ (নদীসরোবরৈঃ তথা) মণিবালুকৈঃ (মণয়ঃ এব বালুকাঃ যেষু তৈঃ তথাভূতৈঃ পুলিনৈঃ) (নদীতটৈঃ তথা) দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাম্ব্বনিলৈঃ (দেবস্ত্রীণাং সুরনারীণাং মজ্জনেন অবগাহনেন যঃ আমোদঃ দেহসুগন্ধঃ তেন সৌরভযুক্তানি অম্বুনি জলানি অনিলাশ্চ বায়বঃ তৈঃ) যুতঃ (যুক্তঃ ত্রিকূটঃ আস্তে ইতি শেষঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্ব্বত পুলিনশোভিতা মণিময়বালুকাশালি বিমলজলা নদী ও সরোবরসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেবস্ত্রীগণের অবগাহন হেতু তাহাদের দেহসৌরভে তত্রস্থ জল ও বায়ু সুগন্ধময় হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেবস্ত্রীণাং মজ্জনেন য আমোদস্তেন সৌরভযুক্তান্যম্বূনি অনিলাশ্চ তৈর্যুতঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবস্ত্রী-'—দেবরমণীগণের অবগাহনহেতু যে 'আমোদ' বলিতে দেহসুগন্ধ, তাহার দ্বারা সৌরভময় জলরাশি ও বায়ুপ্রবাহযুক্ত যে পর্ব্বত ॥ ৮ ॥

তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো বরুণস্য মহাত্মনঃ ।
উদ্যানমৃতুমন্নাম আক্রীড়ং সুরযোষিতাম্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ ।
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ॥ ১০ ॥
চূতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরাম্রৈরাম্রাতকৈরপি ।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্বীজপূরকৈঃ ॥ ১১ ॥
মধুকৈঃ শালতালৈশ্চ তমালৈরসনার্জ্জুনৈঃ ।
অরিষ্টোড়ুম্বরপ্লক্ষৈর্বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ ॥ ১২ ॥
পিচুমর্দ্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ ।
দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বুভির্বদর্য্যক্ষাভয়ামলৈঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ত্রিকূটস্য) দ্রোণ্যাং (শৈলসন্ধৌ) সুরযোষিতাং (দেবস্ত্রীণাম্) আক্রীড়ং (ক্রীড়াস্থানং) দিব্যৈঃ (দেবসম্বন্ধীয়ৈঃ) নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ (নিত্যং পুষ্পাণি ফলানি চ যেষাং তাদৃশৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ) সর্ব্বতঃ অলঙ্কৃতং (শোভিতং) তথা মন্দারৈঃ পারিজাতৈ চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ (পাটলাশ্চ অশোকাশ্চ চম্পকাশ্চ তৈঃ) চূতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈঃ আম্রৈঃ আম্রাতকৈঃ অপি ক্রমুকৈঃ (গুবাকবৃক্ষৈঃ) নারিকেলৈঃ চ খর্জ্জুরৈঃ বীজপূরকৈঃ (দাড়িম্ববৃক্ষৈঃ) মধুকৈঃ শালতালৈঃ চ (শালাশ্চ তালাশ্চ তৈঃ) তমালৈঃ অসনার্জ্জুনৈঃ (অসনাশ্চ অর্জ্জুনাশ্চ তৈঃ) অরিষ্টোড়ুম্বরপ্লক্ষৈঃ (অরিষ্টাশ্চ উড়ুম্বরাশ্চ প্লক্ষাশ্চ তৈঃ) বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ (কিংশুকাশ্চ চন্দনাশ্চ তৈঃ) পিচুমর্দ্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বুভিঃ (দ্রাক্ষাশ্চ ইক্ষবশ্চ রম্ভাশ্চ জম্ববশ্চ তৈঃ) বদর্য্যক্ষাভয়ামলৈঃ (বদর্য্যশ্চ অক্ষাশ্চ অভয়াশ্চ আমলাশ্চ তৈঃ) বিল্বৈঃ কপিত্থৈঃ জম্বীরৈঃ ভল্লাতকাদিভিঃ (চ বৃক্ষৈঃ) বৃতঃ (যুক্তঃ) ঋতুমৎ (ইতি) নাম (নাম্না প্রসিদ্ধং) ভগবতঃ মহাত্মনঃ (লোকপালস্য) বরুণস্য উদ্যানম্ (অস্তি) ॥ ৯-১৩ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের গহ্বরে দেবস্ত্রীগণের ক্রীড়াস্থান সর্ব্বকালিক পুষ্প ও ফলে শোভিত দিব্য মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চুত, পিয়াল, পনস, আম্র, আম্রাতক, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়,

আমলকী, কপিত্থ, জম্বীর এবং ভল্লাতক প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সমন্বিত ঋতুমৎ নামে প্রসিদ্ধ ভগবান্ লোকপাল বরুণের একটী উদ্যান আছে ॥ ৯-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতুমন্নাম উদ্যানমাস্তে ॥ ৯-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋতুমৎ'—ঋতুমান্ নামে বরুণের একটি উদ্যান আছে ॥ ৯-১৩ ॥

বিল্বৈঃ কপিত্থৈর্জম্বীরৈর্বৃতো ভল্লাতকাদিভিঃ ।
তস্মিন্ সরঃ সুবিপুলং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজম্ ॥ ১৪ ॥
কুমুদোৎপলকহলারশতপত্রশ্রিয়োর্জ্জিতম্ ।
মত্তষট্পদনির্ঘুষ্টং শকুন্তৈশ্চ কলস্বনৈঃ ॥ ১৫ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রাহ্বৈঃ সারসৈরপি ।
জলকুক্কুটকোযষ্টিদাত্যূহকুলকূজিতম্ ॥ ১৬ ॥
মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ ।
কদম্ববেতসনল-নীপবঞ্জুলকৈর্বৃতম্ ॥ ১৭ ॥
কুন্দৈ কুরুবকাশোকৈঃ শিরীষৈঃ কূটজেঙ্গুদৈঃ ।
কুব্জকৈঃ স্বর্ণযূথীভির্নাগপুন্নাগজাতিভিঃ ॥ ১৮ ॥
মল্লিকাশতপত্রৈশ্চ মাধবীজালকাদিভিঃ ।
শোভিতং তীরজৈশ্চান্যৈর্নিত্যর্ত্তুভিরলং দ্রুমৈঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (ত্রিকূটগিরৌ) লসৎকাঞ্চন-পঙ্কজং (লসন্তি শোভমানানি কাঞ্চনপঙ্কজানি কাঞ্চন-বর্ণানি পদ্মসমূহানি যস্মিন্ তৎ) কুমুদোৎপল কহলার-শতপত্রশ্রিয়া (কুমুদাদীনাং শ্রিয়া শোভয়া) উর্জ্জিতং (সমৃদ্ধং) মত্তষট্পদনির্ঘুষ্টং (মধুপানেন মত্তৈঃ ষট্-পদৈঃ ভ্রমরৈঃ নির্ঘুষ্টং নাদিতং) কলস্বনৈ (তথা কলঃ মধুরঃ স্বনঃ শব্দঃ যেষাং তৈঃ) শকুন্তৈঃ চ (পক্ষিভিঃ চ নাদিতং) হংসকারণ্ডবাকীর্ণং (হংসৈঃ কারণ্ডবৈশ্চ আকীর্ণং সংকুলং ব্যাপ্তং তথা) চক্রাহ্বৈঃ সারসৈঃ অপি (ব্যাপ্তং) জলকুক্কুটকোযষ্টিদাত্যূহকুলকূজিতং (জলকুক্কুটাদীনাং কুলৈঃ সমূহৈঃ কূজিতং নাদিতং) মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ (মৎস্যানাং কচ্ছপানাঞ্চ সঞ্চারেণ চলতাং পদ্মানাং রজসা রেণুনা যুক্তং পয়ঃ জলং যস্মিন্ তৎ) কদম্ব-বেতস-নল-নীপ-বঞ্জুলকৈঃ (এভিঃ কদম্বাদিভিঃ) বৃতং (যুক্তং) কুন্দৈঃ কুরুবকাশোকৈঃ (কুরুবকাঃ ঝিণ্টীবৃক্ষাঃ অশোকাশ্চ তৈঃ) শিরীষৈঃ কূটজেঙ্গুদৈঃ কুব্জকৈঃ স্বর্ণযূথীভিঃ নাগপুন্নাগজাতিভিঃ মল্লিকাশতপত্রৈঃ চ মাধবীজালকাদিভিঃ (তথা) নিত্যর্ত্তুভিঃ (নিত্যম্ ঋতবঃ ফলপুষ্পাদিসম্পত্তিহেতবঃ যেষাং তৈঃ তাদৃশৈঃ) অন্যৈঃ তীরজৈঃ (তীরসম্ভূতৈঃ) দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ) অলং (শোভিতং) সুবিপুলম্ (অতিমহৎ) সরঃ (সরোবরম্ অস্তি) ॥ ১৪-১৯ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্ব্বতে সতত শোভমান কাঞ্চনবর্ণ পঙ্কজ এবং কুমুদ কহলার, উৎপল ও শতপত্র প্রভৃতির শোভায় উদ্দীপ্ত, মধুপানমত্ত ভ্রমর-সমূহ দ্বারা মুখরিত এবং কলস্বর বিহগকুলে বিশে-ষতঃ হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক ও সারসে সমাকীর্ণ জলকুক্কুট, কোযষ্টি এবং দাত্যূহ কর্ত্তৃক অস্ফুট-ভাবে ধ্বনিত মৎস্য ও কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চারে পতিত পদ্মপরাগমিশ্র জলযুক্ত, কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুল, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কূটজ, ইঙ্গুদ, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র এবং মাধবী লতা-জালমণ্ডিত ও তীরজাত অন্যান্য সর্ব্বর্ত্তু কুসুমকলোপেত বৃক্ষ দ্বারা শোভিত সুবিপুল সরোবর বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৪-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দারাদিভির্বৃত ইতি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশেন গিরিবর্ণনেন ব্যাখ্যায়মানে তস্মিন্ সর ইত্যত্র তৎ-পদেন প্রক্রান্তে গিরাবেবোচ্যমানে তত্রত্য সরসি গজেন্দ্রাবগাহনাদি-কথায়াং সত্যাং ঋতুমন্নাম্নো বরুণো-দ্যানস্য বর্ণনমপ্রস্তুতত্বাদ্ব্যর্থং স্যাত্তস্মাদ্বৃত ইত্যার্ষ্য-ত্বাদ্বৃতমিত্যুদ্যানবিশেষণমেব ব্যাখ্যেয়ং, অস্মিন্নু-দ্যানে সর আস্তে তদ্বর্ণয়তি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ । শকুন্তৈঃ পক্ষিভিঃ সহিতং । মৎস্যানাং কচ্ছপানাঞ্চ সঞ্চারেণ চলতাং পদ্মানাং রজসা যুক্তং পয়ো যস্মিংস্তৎ । নিত্যমৃতবঃ ফলপুষ্পাদিসম্পাদনার্থং যেষু তৈঃ ॥১৪-১৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন্দার, পারিজাত (১০ শ্লোক) প্রভৃতির দ্বারা বৃত, এইরূপ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশের দ্বারা পর্ব্বতের বর্ণন আরম্ভ করিয়া, 'তস্মিন্ সরঃ' (১৪ শ্লোক)—তাহাতে সরোবর, এই স্থলে তৎপদের দ্বারা পর্ব্বতের উল্লেখ করা হইলে, সেখানকার সরোবরে গজেন্দ্রের অবগাহনাদি কথাতে বরুণের ঋতুমান্ নামক উদ্যানের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিকহেতু ব্যর্থ হইয়া পড়ে, অতএব 'বৃতঃ' এই পুংলিঙ্গ আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া, 'বৃতম্'—এই ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারে উদ্যানের বিশেষণ-রূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা হইলে এই উদ্যা-

নের মধ্যে একটি সরোবর আছে, তাহার বর্ণনা করিতেছেন সার্দ্ধ পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা। 'শকুন্তৈঃ'—পক্ষিগণের সহিত। 'মৎস্য-কচ্ছপ'—মৎস্য ও কচ্ছপগণের সঞ্চরণহেতু চঞ্চল পদ্মসকলের পরাগের দ্বারা যুক্ত জলরাশি যেখানে, তাদৃশ সরোবর। 'নিত্যর্ত্তুভিঃ'—ফলপুষ্পাদি সম্পাদনের নিমিত্ত সকল ঋতুর নিত্যসমাবেশ যেখানে (সেই সমস্ত তীরজাত বৃক্ষরাজিদ্বারা ঐ সরোবর অতিশয় শোভিত।) ॥ ১৪-১৯ ॥

তত্রৈকদা তদ্গিরিকাননাশ্রয়ঃ
করেণুভির্বারণযূথপশ্চরন্।
সকণ্টকং কীচকবেণুবেত্রবদ্-
বিশালগুল্মং প্ররুজন্ বনস্পতীন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—একদা তত্র তদ্গিরিকাননাশ্রয়ঃ (তস্য গিরেঃ ত্রিকূটস্য কাননম্ এব আশ্রয়ঃ স্থানং যস্য সঃ) বারণযূথপঃ (কশ্চিৎ গজেন্দ্রঃ) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ সহ) চরন্ (তৃষ্ণাদ্দিতেন স্বযূথেন বৃতঃ) সকণ্টকং (কণ্টকেন সহিতং) কীচকবেণুবেত্রবদ্ বিশালগুল্মং (কীচকবেণুবেত্রবন্তং বিশালং গুল্মং লতাদিসন্দর্ভং) বনস্পতীন্ (চ) প্ররুজন্ (প্রভঞ্জন্ সরোবরাভ্যাসং দ্রুতম্ অগমৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—একদা সেই গিরিকাননবাসী কোন গজযূথপতি হস্তিনীগণ সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতে করিতে কণ্টকসমেত কীচক বেণু, বেত্রবিশিষ্ট বৃহৎ গুল্ম ও বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে করিতে দ্রুত সরোবর নিকটে গমন করিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রৈকদা বারণযূথপঃ অগমদিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্ করেণুভিশ্চরন্ স্বভক্ষ্যং ভুঞ্জানঃ কীচক-বেত্রবন্তং বিশালং গুল্মং প্ররুজন্ প্রভঞ্জন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রৈকদা'—সেখানে একদিন এক হস্তিযূথপতি আসিলেন—ইহা পঞ্চম (২৪ নং) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কি করিতে ? হস্তিনীগণের সহিত বিচরণপূর্ব্বক স্বভক্ষ্য ভোজন করতঃ, কীচক (বায়ুবেগে শব্দায়মান বংশ), বেণু ও বেত্রবিশিষ্ট কণ্টকাকীর্ণ বিশাল গুল্মরাজি ও বৃক্ষসমূহের মর্দ্দন করিতে করিতে ॥ ২০ ॥

যদ্গন্ধমাত্রাদ্ধরয়ো গজেন্দ্রা
ব্যাঘ্রাদয়ো ব্যালমৃগাঃ সখড়্গাঃ।
মহোরগাশ্চাপি ভয়াদ্দ্রবন্তি
সগৌরকৃষ্ণাঃ সরভাশ্চমর্য্যঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ গজেন্দ্রঃ কিম্ভূতঃ ?) যদ্গন্ধমাত্রাৎ (যস্য গজেন্দ্রস্য বায়ুনা উপনীতাৎ গন্ধমাত্রাৎ) হরয়ঃ (সিংহাঃ) গজেন্দ্রাঃ (অন্যে প্রতিপক্ষিণঃ গজাঃ) ব্যাঘ্রাদয়ঃ সখড়্গাঃ (খড়্গাঃ মৃগবিশেষাঃ গণ্ডার ইতি প্রসিদ্ধাঃ তৈঃ সহিতাঃ) ব্যালমৃগাঃ (হিংস্রাঃ মৃগাঃ) মহোরগাঃ (সর্পাঃ) চ অপি সগৌরকৃষ্ণাঃ সরভাঃ চমর্য্যঃ (চ) ভয়াৎ দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহার গন্ধমাত্রে সিংহ, অপর গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহ, গণ্ডার, মহাসর্প, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ সরভকুল এবং চমরী মৃগসমূহ ভয় বশতঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হরয়ঃ সিংহাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরয়ঃ'—সিংহগণ ॥ ২১ ॥

বৃকা বরাহা মহিষর্ক্ষশল্যা
গোপুচ্ছশালাবৃকমর্কটাশ্চ।
অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ শশাদয়-
শ্চরন্ত্যভীতা যদনুগ্রহেণ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যদনুগ্রহেণ (যস্য গজেন্দ্রস্য অনুগ্রহেণ অনুজ্ঞানেন) বৃকাঃ বরাহাঃ মহিষর্ক্ষশল্যাঃ গোপুচ্ছশালাঃ বৃকমর্কটাঃ চ হরিণাঃ শশাদয়ঃ ক্ষুদ্রাঃ (অল্পাঃ প্রাণিনঃ চ) অন্যত্র (তদ্দৃষ্টিপথং ত্যক্ত্বা) অভীতাঃ (নির্ভয়াঃ) চরন্তি (চেরুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাহার অনুগ্রহে বৃক, বরাহ, মহিষ, ভল্লুক, শল্য, গোপুচ্ছ (মৃগ বিশেষ), শালাবৃক, হরিণ এবং শশক প্রভৃতি মৃগ-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহার দৃষ্টিপথ ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যদনুগ্রহেণ তু বৃকাদ্যাঃ ক্ষুদ্রা অপি চরন্তি। কিন্ত্বন্যত্র তদ্দৃষ্টিপথং ত্যক্ত্বা ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদনুগ্রহেণ'—তাহার অনুগ্রহে ক্ষুদ্র হইলেও অন্যান্য বৃক (নেকড়ে বাঘ), শূকর প্রভৃতি বিচরণ করিতেছিল। কিন্তু 'অন্যত্র' তাহার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ অরণ্যের অপর প্রান্তে নির্ভয়ে ক্ষুদ্র প্রাণিগণ বিচরণ করিতেছিল ॥ ২২ ॥

স ঘর্ম্মতপ্তঃ করিভিঃ করেণুভি-
র্বৃতো মদচ্যুৎ করভৈরনুদ্রুতঃ।
গিরিং গরিম্না পরিতঃ প্রকম্পয়ন্
নিষেব্যমাণোঽলিকুলৈর্মদাশনৈঃ ॥ ২৩ ॥
সরোঽনিলং পঙ্কজরেণুরূষিতং
জিঘ্রন্ বিদূরান্মদবিহ্বলেক্ষণঃ।
বৃতঃ স্বযূথেন তৃষার্দ্দিতেন তৎ-
সরোবরাভ্যাসমথাগমদ্দ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (গজেন্দ্রঃ) ঘর্ম্মতপ্তঃ (ঘর্ম্মেণ আতপেন তপ্তঃ) করিভিঃ (গজৈঃ) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিশ্চ) বৃতঃ (যুক্তঃ) মদচ্যুৎ (মদস্রাবী সন্) করভৈঃ (গজপোতৈঃ) অনুদ্রুতঃ (পশ্চাদ্ধাবিতঃ চ) গরিম্না (দেহভরেণ) গিরিং (ত্রিকূটপর্ব্বতং) প্রকম্পয়ন্ মদাশনৈঃ (মদম্ অশ্নন্তীতি তথা তৈঃ তথাভূতৈঃ মদজলপানেচ্ছুভিঃ) অলিকুলৈঃ (ভ্রমরনিকরৈঃ) পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) নিষেব্যমাণঃ পঙ্কজরেণুরূষিতং (পঙ্কজরেণুভিঃ পদ্মরেণুভিঃ রূষিতং ব্যাপ্তং) সরোঽনিলং (সরসঃ সম্বন্ধিনম্ অনিলং বায়ুং) বিদূরাৎ (দূরাদেব) জিঘ্রন্ (আঘ্রানং কুর্ব্বন্) মদবিহ্বলেক্ষণঃ (মদেন বিহ্বলে চলিতে ঈক্ষণে যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) তৃষার্দ্দিতেন (তৃষা পিপাসয়া অর্দ্দিতেন পীড়িতেন) স্বযূথেন বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ ভূত্বা) তৎসরোবরাভ্যাসং (তস্য সরোবরস্য অভ্যাসং সমীপং) দ্রুতং (সত্বরম্) অথ (অনন্তরমেব) অগমৎ (গতবান্) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—নিদাঘসন্তপ্ত, মদস্রাবী, হস্তী ও হস্তিনীগণবেষ্টিত, শাবকগণ কর্ত্তৃক অনুদ্রুত, মদপায়ী অলিকুল দ্বারা সেবিত, সেই গজপতি দেহভারে ত্রিকূট কম্পিত করিয়া পদ্মপরাগবাসিত সরোবর-বায়ু দূর হইতে আঘ্রাণ পূর্ব্বক তৃষ্ণার্ত্ত স্বযূথ পরিবেষ্টিত হইয়া মদ-বিহ্বল নেত্রে সেই সরঃসমীপে দ্রুত গমন করিল ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্নেব সরোবরে অভ্যাসো যস্য তদ্‌যথা স্যাত্তথেতি তত্রাবগাহনাদৌ নিঃশঙ্কত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সরোবরাভ্যাসম্'—সেই সরোবরেই (স্নান করা) অভ্যাস যাহার, তাহা যে প্রকারে হয় তদ্রূপ, ইহার দ্বারা সেখানে অবগাহনাদিতে নিঃশঙ্কত্ব ব্যক্ত হইল ॥ ২৩-২৪ ॥

বিগাহ্য তস্মিন্নমৃতাম্বু নির্ম্মলং
হেমারবিন্দোৎপলরেণুরূষিতম্।
পপৌ নিকামং নিজপুষ্করোদ্ধৃত-
মাত্মানমদ্ভিঃ স্নপয়ন্ গতক্লমঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (সরসি) বিগ্রাহ্য (প্রবিশ্য সঃ গজেন্দ্রঃ) অদ্ভিঃ (সরোজলৈঃ) আত্মানং স্নপয়ন্ গতক্লমঃ (শ্রমরহিতঃ সন্) নির্ম্মলং (স্বচ্ছং) হেমারবিন্দোৎপলরেণুরূষিতং (হেমবৎ প্রকাশমানানাম্ অরবিন্দানাম্ উৎপলানাঞ্চ রেণুভিঃ রূষিতং ম্রক্ষিতং ব্যাপ্তং) নিজপুষ্করোদ্ধৃতং (নিজেন স্বকীয়েন পুষ্করেণ শুণ্ডাগ্রেণ উদ্ধৃতম্) অমৃতাম্বু (অমৃতম্ ইব স্বাদুজলং) নিষ্কামং (যথেষ্টং) পপৌ হি (পীতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—গজেন্দ্র সেই সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্নানদ্বারা শ্রমরহিত হইয়া কাঞ্চনপদ্ম ও উৎপলরেণুদ্বারা পূর্ণ নির্ম্মল অমৃততুল্য সুস্বাদু জল স্বীয় শুণ্ডাগ্রে উদ্ধৃত করতঃ যথেষ্ট পরিমাণে পান করিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিজেন পুষ্করেণ করাগ্রেণ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিজপুষ্করোদ্ধতম্'—নিজ শুণ্ডাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত (অমৃততুল্য সুস্বাদু জল পান করিয়াছিল।) ॥ ২৫ ॥

স পুষ্করেণোদ্ধৃতশীকরাম্বুভি-
নিপায়য়ন্ সংস্নপয়ন্ যথা গৃহী।
ঘৃণী করেণুঃ করভাংশ্চ দুর্ম্মদো
নাচষ্ট কৃচ্ছ্রং কৃপণোঽজমায়য়া ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা গৃহী (গৃহাদ্যাসক্তঃ পুরুষঃ সুতান্ স্নপয়ন্ কষ্টং ন গণয়তি তথা) ঘৃণী (কৃপাশীলঃ) অজমায়য়া (অজস্য ভগবতঃ মায়য়া) কৃপণঃ (তেষু করেণুকরভেষু এব অত্যাসক্তঃ সন্) দুর্ম্মদঃ সঃ (গজেন্দ্রঃ) স্বপুষ্করেণ উদ্ধৃতশীকরাম্বুভিঃ (স্বপুষ্করেণ স্বীয়শুণ্ডাগ্রেণ উদ্ধৃতৈঃ শীকরাম্বুভিঃ জলবিন্দুভিঃ) করেণুঃ (নিজস্ত্রীঃ) করভান্ চ (তৎসুতান্ চ) নিপায়য়ন্ সংস্নপয়ন্ (চ) কৃচ্ছ্রং (কষ্টমাগতং অপি) ন আচষ্ট (ন আলোচিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—গৃহাসক্ত পুরুষবৎ কৃপাবান্ ঈশমায়াসক্ত সেই দুর্ম্মদ হস্তী শুণ্ডাগ্রে উদ্ধৃত জলবিন্দুদ্বারা স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানসকলকে স্নান ও পান করাইয়া অতিশয় কষ্ট হইলেও তাহা আলোচনা করিল না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—করেণুঃ স্ত্রীঃ কলভান্ সুতাংশ্চ স্নপয়ন্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করেণূঃ'—হস্তিনী ও শাবকগণকে স্নান করাইয়া (তাহাদিগকে ঐ জল পান করাইতে লাগিল ।) ॥ ২৬ ॥

তং তত্র কশ্চিন্নৃপ দৈবচোদিতো
গ্রাহো বলীয়াংশ্চরণে রুষাগ্রহীৎ ।
যদৃচ্ছয়ৈবং ব্যসনং গতো গজো
যথাবলং সোঽতিবলো বিচক্রমে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তত্র (সরসি) দৈবচোদিতঃ (দৈবেন প্রারব্ধকর্ম্মানুগুণং প্রবৃত্তেন ঈশ্বরেণ চোদিতঃ প্রেরিতঃ) কশ্চিৎ বলীয়ান্ (মহাবলশালী) গ্রাহঃ (মকরঃ) তং (গজেন্দ্রং) চরণে (পাদে) রুষা (স্বনিবাসালোড়নজনিতেন ক্রোধেন) অগ্রহীৎ (জগ্রাহ) সঃ অতিবলঃ গজঃ (গজেন্দ্রঃ অপি) যদৃচ্ছয়া (দৈববশাৎ এব) এবম্ (এবম্প্রকারং) ব্যসনং (দুঃখং) গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) যথাবলং (স্ববলানুসারেণ) বিচক্রমে (তস্মাৎ আত্মানং মোচয়িতুং পরাক্রমম্ অকরোৎ)॥

অনুবাদ—হে নৃপ, সেই সরোবরে দৈবপ্রেরিত মহাবলশালী কোন কুম্ভীর ক্রোধে ঐ গজেন্দ্রের চরণ আক্রমণ করিল। মহাবলবান্ ঐ গজপতি দৈববশতঃ এই প্রকার বিপদে পতিত হইয়া যথাসাধ্য (আত্মমোচন জন্য) বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল ॥২৭॥

তথাতুরং যূথপতিং করেণবো
বিকৃষ্যমাণং তরসা বলীয়সা ।
বিচুক্রুশুর্দীনধিয়োঽপরে গজাঃ
পার্ষ্ণিগ্রহাস্তারয়িতুং ন চাশকন্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বলীয়সা (প্রভূতবলশালিনা গ্রাহেণ) তরসা (বলেন) বিকৃষ্যমাণং (আকৃষ্যমাণম্) তথা (তাদৃশং) আতুরং (দুঃখিতং) যূথপতিং (গজেন্দ্রং প্রতি) দীনধিয়ঃ (দীনা মলিনা ধীঃ বুদ্ধি যাসাং তাঃ দীনবুদ্ধয়ঃ) করেণবঃ (তৎপত্ন্যঃ) বিচুক্রুশুঃ (রুরুদুঃ)। পার্ষ্ণিগ্রহাঃ (পৃষ্ঠতঃ উপোদ্বলকাঃ) অপরে (সাহায্যকারিণঃ) গজাঃ (অপি তং গজেন্দ্রং) তারয়িতুং (তস্মাৎ গ্রাহাৎ বিমোচয়িতুং) ন চ অশকন্ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রভূত বলশালী সেই কুম্ভীর কর্ত্তৃক বেগে আকৃষ্ট যূথপতিকে দেখিয়া তৎপত্নীসকল দীনচিত্তে রোদন করিতে লাগিল ও অপর সাহায্যকারী হস্তিগণও তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রাহেণ বিকৃষ্যমাণং তং দীনধিয়ঃ করেণবঃ কেবলং বিচুক্রুশুরেব পার্ষ্ণিগ্রহাস্তদুদ্ধরণে সাহায্যবন্তঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকৃষ্যমাণং'—বলবান্ কুম্ভীরকর্ত্তৃক বেগভরে আকৃষ্ট গজরাজকে লক্ষ্য করিয়া দীনচিত্ত হস্তিনীগণ কেবল কাতরভাবে চীৎকারই করিতে লাগিল। 'পার্ষ্ণিগ্রহাঃ'—তাহাকে উদ্ধার করিতে সাহায্যকারী অপর হস্তিগণও (তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না।) ॥ ২৮ ॥

নিযুধ্যতোরেবমিভেন্দ্রনক্রয়ো-
বিকর্ষতোরন্তরতো বহির্মিথঃ ।
সমাঃ সহস্রং ব্যগমন্ মহীপতে
সপ্রাণয়োশ্চিত্রমমংসতামরাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে, এবম্ (এবম্প্রকারম্)

ইভেন্দ্রনক্রয়োঃ (গজেন্দ্রগ্রাহয়োঃ) নিযুধ্যতোঃ (যুদ্ধং কুর্ব্বতোঃ) মিথঃ (পরস্পরম্) অন্তরতঃ (জলাভ্যন্তরে) বহিঃ চ (জলাৎ বহিঃ) বিকর্ষতোঃ (চ সতোঃ) সপ্রাণয়োঃ (জীবতোঃ সমবলয়োঃ চ তয়োঃ) সহস্রং সমাঃ (সহস্রসংবৎসরাঃ) ব্যগমন্ (অতিক্রান্তাঃ বভূবুঃ), অমরাঃ (দেবগণাঃ অপি তৎ অবলোক্য) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যম্) অমংসত (মেনিরে) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, এই প্রকারে যুধ্যমান্ ও পরস্পরকে অন্তরে ও বাহিরে আকর্ষণকারী সপ্রাণ গজপতি ও কুম্ভীরের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। দেবগণও তদবলোকনে আশ্চর্য্যবোধ করিলেন ।। ২৯ ।।

———

ততো গজেন্দ্রস্য মনোবলৌজসাং
কালেন দীর্ঘেণ মহানভূদ্ব্যয়ঃ ।
বিকৃষ্যমাণস্য জলেহবসীদতো
বিপর্য্যয়োহভূৎ সকলং জলৌকসঃ ।। ৩০ ।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (সহস্রসংবৎসরানন্তরং) দীর্ঘেণ (ভূয়সা প্রভূতেন) কালেন জলে বিকৃষ্যমাণস্য (অতএব) অবসীদতঃ (খিদ্যমানস্য) গজেন্দ্রস্য (আহারাভাবাৎ) মনোবলৌজসাং (মনঃ উৎসাহশক্তিঃ, বলং শরীরশক্তিঃ, ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ তেষাং) মহান্ ব্যয়ঃ (ক্ষয়ঃ) অভূৎ। (কিন্তু) জলৌকসঃ (জলবাসিনঃ গ্রাহস্য জলরূপাহারসদ্ভাবাৎ) সকলং বিপর্য্যয়ঃ (গজেন্দ্রাৎ বিপরীতং, মনোবলৌজসাং বৃদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ) অভূৎ ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—তদনন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া জলে আকৃষ্ট ও অবসন্ন গজেন্দ্রের মানসিক, শারীরিক ও ঐন্দ্রিয় শক্তির প্রভৃত বল ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু জলনিবাসী কুম্ভীরের তৎসমুদায় বিপরীত হইল ।।৩০।।

বিশ্বনাথ—জলৌকসো গ্রাহস্য বিপর্য্যয়ঃ বলাদীনাং ব্যয়স্যাভাবঃ প্রত্যুতাধিক্যমিত্যর্থঃ। সকলং সর্ব্বং যথা স্যাত্তথাভূৎ বিপর্য্যয়স্যোৎপত্তিঃ সম্পূর্ণৈব নত্বংশেনেত্যর্থঃ ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জলৌকসঃ'—জলনিবাসী কুম্ভীরের 'বিপর্য্যয়ঃ'—বলাদি ব্যয়ের অভাব, প্রকারান্তরে আধিক্যই হইয়াছিল। এই অর্থ। 'সকলং'—সমস্ত কিছুই যেরূপে হয়, সেরূপ হইল, অর্থাৎ বিপর্য্যয়ের উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে হইয়াছিল, কিন্তু অংশে নহে, এই অর্থ। (অর্থাৎ জলবাসী কুম্ভীরের উৎসাহশক্তি, দেহবল ও ইন্দ্রিয়শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।) ।। ৩০ ।।

———

ইত্থং গজেন্দ্রঃ স যদাপ সঙ্কটং
প্রাণস্য দেহী বিবশো যদৃচ্ছয়া ।
অপারয়ন্নাত্মবিমোক্ষণে চিরং
দধ্যাবিমাং বুদ্ধিমথাভ্যপদ্যত ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—দেহী (দেহধারী) সঃ গজেন্দ্রঃ ইত্থম্ (এবম্প্রকারং) যদৃচ্ছয়া (দৈববশাৎ) বিবশঃ (গ্রাহবশঃ সন্) যদা আত্মবিমোক্ষণে (তস্মাৎ গ্রাহাৎ আত্মানঃ স্বস্য বিমোক্ষণে বিমোচনে) অপারয়ন্ (অসমর্থঃ ভূত্বা) প্রাণস্য সঙ্কটং চ (মরণভয়ম্) আপ (প্রাপ, তদা) চিরং (দীর্ঘকালং কথং গ্রাহাৎ মম মুক্তিঃ স্যাদিতি) দধ্যৌ (চিন্তিতবান্) অথ (অনন্তরম্) ইমাং (বক্ষ্যমাণাং) বুদ্ধিম্ অভ্যপদ্যত (কৃতবান্) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—দেহধারী সেই গজেন্দ্র দৈববশতঃ বিবশ হইয়া আপনাকে মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুভয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করিল ; অনন্তর এইপ্রকার বুদ্ধি স্থির করিল ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—দধ্যৌ কিমিদং মে কর্ম্মেতি যদা পরামমর্ষ তদা ইমাং বুদ্ধিং সহসৈব প্রাপ ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দধ্যৌ'—ইহা কি আমার কর্ম্ম, এরূপ যখন পর্য্যালোচনা করিল, তখন সহসাই এই বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।। ৩১ ।।

———

ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ
কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্ ।
গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতো-
হপ্যহঞ্চ তং যামি পরং পরায়ণম্ ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—(যদা) আতুরং (গ্রাহবসেন ব্যাকুলং মাম্ ইমে জ্ঞাতয়ঃ গজাঃ (এব) মোচিতুং ন প্রভবন্তি (তদা) করিণ্যঃ (স্ত্রিয়ঃ) কুতঃ ? (কথং প্রভবেয়ুঃ। ন কথমপি ইত্যর্থঃ।) বিধাতুঃ (দেবস্য) পাশেন

(পাশরূপেণ) গ্রাহেণ আবৃতঃ (নিবদ্ধঃ) অহম্ অপি চ, (ন প্রভবামি, অতঃ) পরায়ণং (পরেষাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি অয়নং শরণম্ আশ্রয়ং) পরং (শ্রেষ্ঠং) তম্ (এব বিধাতারং) যামি (ব্রজামি)। যতঃ যৎ সঙ্কল্পাৎ অহং গ্রাহবশঃ তস্য এব শরণং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥

অনুবাদ—এই জ্ঞাতিগণ আক্রান্ত আমাকে মুক্ত করিতে পারিল না, করিণীগণের কথা কি ? অতএব কুম্ভীররূপ বিধাতার পাশে আবদ্ধ আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিমেবাহ ন মামিমে গজা অপি মোক্তিতুং মোক্ষয়িতুং প্রভবন্তি করিণ্যঃ কুতঃ। যতো গ্রাহরূপেণ বিধাতুঃ পাশেনাবৃতঃ তদপি পরং পরমেশ্বরং পরায়ণং পরমাশ্রয়ং শরণং যামি, অহঞ্চেতি যদ্যপ্যহং পশুত্বাদজ্ঞস্তদপীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধিই বলিতেছেন—এই হস্তিগণও আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ নয়, তাহাতে হস্তিনীগণ কিরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে ? যেহেতু গ্রাহরূপ বিধাতার পাশে আমি আবদ্ধ হইয়াছি, অতএব সেই পরমাশ্রয় পরমেশ্বরেরই আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। 'অহং চ'—আমিও, অর্থাৎ যদিও আমি পশু বলিয়া অজ্ঞ, তথাপি (তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছি)—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

যঃ কশ্চনেশো বলিনোঽন্তকোরগাৎ
প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়া-
ন্মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ কশ্চন ঈশঃ (দুর্জ্ঞেয়প্রভাবঃ ভগবান্) বলিনঃ (বলশালিনঃ) প্রচণ্ডবেগাৎ (প্রচণ্ডঃ ভয়ঙ্করঃ বেগঃ যস্য তস্মাৎ দুঃসহবেগাৎ) অভিধাবতঃ (স্বাভিমুখমাগচ্ছতঃ) অন্তকোরগাৎ (অন্তং করোতি ইতি অন্তকঃ মৃত্যুঃ সঃ এব উরগঃ মহাসর্পঃ তস্মাৎ) ভীতং (ভয়াক্রান্তং) প্রপন্নং (শরণাপন্নং জনং) ভৃশং (নিরন্তরং) পরিপাতি (রক্ষতি) যদ্ভয়াৎ (যস্য অমিতপ্রভাবস্য ভগবতঃ ভয়াৎ) মৃত্যুঃ (অপি) প্রধাবতি (তদাদিষ্টকর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে) তম্ (ঈশম্) অরণং (শরণম্) ঈমহি (ব্রজেম, প্রাপ্নুয়াম) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে দুর্জ্ঞেয় প্রভাবসম্পন্ন ভগবান্,—অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ডবেগে ধাবমান্ অন্তকরূপ মহাসর্প হইতে ভীত অথচ শরণাপন্নদিগকে রক্ষা করেন, মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে পলায়ন করে, আমি তাঁহারই শরণাগত হই ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কোঽসৌ যং শরণং যাসীতি তত্রাহ য ইতি। যদ্ভয়াদিত্যত্র শ্রুতিঃ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম" ইতি ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি কে, যাঁহার আশ্রয় লইতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'যদ্ভয়াৎ'—যাঁহার ভয়ে স্বয়ং মৃত্যুও পলায়ন করে, এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—'ভীষাস্মাৎ বাতঃ" (তৈত্তিরীয় ২।৮।১), অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়াই অগ্নি, চন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥৩৩

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের
অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাধায় মনো হৃদি।
জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্জন্মন্যনুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবে তুষ্ট হইয়া শ্রীহরির গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

গজেন্দ্র হৃদয়মধ্যে মনকে সমাহিত করিয়া 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামক তাঁহার পূর্ব্বজন্মে যে স্তোত্র শিখিয়াছিলেন, তাহা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। গজেন্দ্র শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার-বিধানপূর্ব্বক (গ্রাহকর্ত্তৃক গ্রস্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে কায়দ্বারা প্রণামের অসমর্থতা জানাইয়া ধ্যান দ্বারা) কহিতে লাগিলেন যে—"ভগবান্ সর্ব্বকারণকারণ আদি-পুরুষ পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে সমস্ত চেতনসত্ত্বা প্রকটিত, তিনিই এই কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্বের মূলীভূত কারণ, তাঁহাতেই এই বিশ্বের স্থিতি, তথাপি তিনি পৃথক্‌স্বরূপে মায়াতীত হইয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্যলীলাপরায়ণ, তাঁহার শক্তি-পরিণত এই বিশ্ব সত্য, তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি সংঘটিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বকালেই বিরাজমান, সর্ব্বদুর্জ্ঞেয়, অতিমর্ত্ত্য পুরুষ। তিনি সকলের দর্শনের অবিষয়ীভূত হইয়াও ভাগবতব্রত অর্থাৎ ভক্তগণের দৃশ্য হইয়া থাকেন। প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম-নাম-রূপ-গুণ-দোষাদি পরিশূন্য ভগবান্ অনুগতজনের সংসার ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে ভক্তিসুখ-দানের নিমিত্ত স্বীয় যোগমায়া দ্বারা অপ্রাকৃত জন্মাদি-লীলা পরিগ্রহ করেন। তিনি জীবাত্মপ্রকাশক সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমাত্মা, প্রাকৃত বাক্য, মন এবং চিত্তবৃত্তির অগম্য তত্ত্ব হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভক্তিযোগ-প্রতিলভ্য। তাঁহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের অচিন্ত্যপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ, জীবাত্মার মূল অংশী, প্রধানের উদ্ভবহেতু, পূর্ণস্বরূপ; তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ের দ্রষ্টা ও সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিই তাঁহার জ্ঞাপক, যেহেতু বিষয়ে তাঁহার সদাভাস বর্ত্তমান; নিখিল কারণের কারণ—অতএব স্বয়ং নিষ্কারণ, পরন্তু কারণ হইয়াও মৃত্তিকাদির ন্যায় বিকারহীন অদ্ভুতকারণ, পঞ্চরাত্র বেদাগমাদির একমাত্র লক্ষীভূত বিষয়, অপবর্গস্বরূপ—অতএব উত্তম সাধুগণের আশ্রয়, সত্ত্বাদিগুণে আচ্ছন্নজ্ঞানরূপে থাকিয়াও গুণকার্য্যে বহির্ম্মনস্ক, আত্মতত্ত্ব-ভাবনাদ্বারা বিধিনিষেধরূপ আগম পরিত্যাগকারিগণের মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান। তাঁহার বিশ্বরূপত্ব অজ্ঞানিগণলভ্য, ব্রহ্মরূপত্ব জ্ঞানিগণলভ্য এবং অন্তর্য্যামিরূপত্ব যোগিগণবেদ্য হইলেও তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন অধোক্ষজ ভগবৎস্বরূপত্ব ভক্তবেদ্য। ভক্তবেদ্য সেই ভগবান্ জীবের অবিদ্যা বিনাশে সমর্থ, অশেষকল্যাণগুণৈকবারিধি, জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়াও অপরিচ্ছন্ন, মর্ত্ত্যলোকে ক্রীড়াপর হইয়াও প্রাকৃত গুণসঙ্গশূন্য—সুতরাং দেহাদিতে আসক্তিশূন্য জীবগণেরই চিন্তনীয় বিষয়। সকাম ভক্তগণেরও তিনি সেব্য—তাহাদিগের প্রতিও অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগের অকামিত সামীপ্যাদি এবং নিজ পার্ষদাদিরূপও প্রদান করেন। কিন্তু নিষ্কাম ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁহার সমীপে ঐরূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলা কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন না। ভগবান্ তাঁহাকে (গজেন্দ্রকে) গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া আবার গজদেহ প্রদান করুন ইহা তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয় নহে, পরন্ত আত্মপ্রকাশের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-পাদাঙ্ঘ্রিলাভই তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয়।" গজেন্দ্র এইরূপ স্তবদ্বারা ভগবানের দেবত্বাদি কোন প্রাকৃত বিশেষ স্বীকার না করিয়া পরতত্ত্বরূপে ভগবান্‌কে বর্ণনা করিলেন বলিয়া ব্রহ্মাদি কেহই তাঁহার নিকট আসিলেন না। তখন গজেন্দ্রের আর্ত্তিতে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্ চক্রায়ুধধারী ও গরুড়োপরি আসীন হইয়া আকাশে গজেন্দ্রের দৃষ্টিপথারূঢ় হইলেন। গজেন্দ্র শুণ্ড উত্তোলনদ্বারা শ্রীনারায়ণকে নমস্কার জানাইলেন। গরুড়পৃষ্ঠ হইতে ভগবান্ সহসা অবতীর্ণ হইয়া নক্রসহিত গজেন্দ্রকে সরোবর হইতে

উদ্ধৃত করিলেন এবং চক্রদ্বারা নক্রের বদন বিদারিত করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—(অনন্তরম্) এবং (সঃ ভগবান্ এব আরাধনীয় ইত্যেবং প্রকারং) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিবলেন) ব্যবসিতঃ (নিশ্চয়ং কৃত্বা সঃ গজেন্দ্রঃ) মনঃ হৃদি সমাধায় (বিষয়ান্তরেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য হৃদয়স্থং কৃত্বা) প্রাগ্‌জন্মনি (ইন্দ্রদ্যুম্নাখ্য-জন্মনি) অনুশিক্ষিতম্ (অভ্যস্তং) পরমং (শ্রেষ্ঠং) জাপ্যং (জপ্যং ভগবতঃ স্তোত্রং) জজাপ (জপতিস্ম)॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর সেই গজেন্দ্র বুদ্ধিবলে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া হৃদয়-মধ্যে মনকে সমাহিত করতঃ স্বীয় পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠ স্তোত্র জপ করিতে লাগিল॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে সংস্তুতো বিষ্ণুর্জলাদুদ্ধৃত্য হস্তিনং।
গ্রাহং চক্রেণ সংছিদ্য তন্তঞ্চাপাৎ কৃপাম্বুধিঃ॥ ০॥
এবং ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবে তুষ্ট করুণানিধি বিষ্ণু জল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া চক্রের দ্বারা কুম্ভীরের বদন বিদারণ-পূর্ব্বক তাহাদের উভয়কে রক্ষা করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

'এবং ব্যবসিতঃ'—এইরূপ নিশ্চয় যাহার, সেই গজেন্দ্র (পূর্ব্বজন্মের শিক্ষিত স্তোত্র জপ করিতে লাগি-লেন।)॥ ১॥

শ্রীগজেন্দ্র উবাচ—

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি॥ ২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগজেন্দ্রঃ উবাচ,—ওঁ ("ওঁ তৎ-সদিতি নির্দ্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ইত্যুক্তরীত্যা ওমিতি ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশপরঃ অতঃ) তস্মৈ (এবম্বিধায়) ভগবতে (বাসুদেবায়) নমঃ। যতঃ (যস্মাৎ চিদ্রূপাৎ ভগবতঃ) এতৎ (দেহাদিকম্ অচেতনমপি) চিদাত্মকং (চেতনবৎ ভবতি যতঃ এবমতঃ আদিবীজায় (পরম-কারণায়) পরেশায় (পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশায়) পুরুষায় (পূর্ষু দেহেষু কারণত্বেন প্রবিষ্টায়) অভি-ধীমহি (অভিধ্যায়েম)॥ ২॥

অনুবাদ—গজেন্দ্র কহিল,—সেই ভগবান্ বাসু-দেবকে নমস্কার। যাঁহা হইতে এই দেহাদিও চেতনবৎ হইয়াছে, অতএব আদি বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর এবং দেহপুরে কারণরূপে প্রবিষ্ট পরমপুরুষকে আমি ধ্যান করি॥ ২॥

বিশ্বনাথ—নমস্কুর্ম্মঃ ধীমহি ধ্যায়ামশ্চ যতো যস্মাৎ নমস্কৃতাৎ ধ্যাতাচ্চ এতন্মায়াত্মকমপি জগৎ স্থূলসূক্ষ্ম-দেহময়ং চিদাত্মকং ভবতি, পুরুষায় পুরুষাকারায় আদিবীজায় পুরুষাকারত্বেনৈবাদি-কারণায়, অতঃ পরেশায় পরমেশ্বরায়॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নমঃ ধীমহি'—নমস্কার ও ধ্যান করি, 'যতঃ'—যে নমস্কার ও ধ্যানহেতু 'এতৎ'—মায়াত্মক হইলেও এই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহময় জগৎ চিদাত্মক হয়, অর্থাৎ অচেতন এই বিশ্বও সচেতন হয়। কিরূপ তিনি? তাহাতে বলিতেছেন—'পুরুষায়' (দেহাদি পুরীমধ্যে কারণরূপে প্রবিষ্ট), পুরুষ এই আকারবিশিষ্ট, 'আদিবীজায়'—পুরুষা-কাররূপেই যিনি আদি কারণ, অতএব তিনি স্বতন্ত্র পরমেশ্বর (সেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে প্রণাম ও ধ্যান করি।)॥ ২॥

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (অধিষ্ঠানে) ইদং (চিদচিদাত্মকং জগৎ প্রলীনং ভবতি) যতঃ (উপাদানাৎ) চ ইদং (স্থূলং জগৎ জাতং ভবতি) যেন (কর্ত্রা) ইদং (সৃষ্টং জগৎ রক্ষিতং ভবতি) যঃ স্বয়ম্ (এব) ইদং (বিশ্বং ভবতি) যঃ অস্মাৎ (কার্য্যাৎ) পরস্মাৎ চ (কারণাৎ চ) পরঃ (বিলক্ষণঃ ভবতি) তং স্বয়ম্ভুবং (স্বতঃ সিদ্ধং ভগবন্তং অহং) প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি)॥ ৩॥

অনুবাদ—যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত, যে উপা-দানে উদ্ভূত, যৎ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও যিনি স্বয়ংই এই বিশ্বের কারণ এবং যিনি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, আমি সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্‌কে আশ্রয় করি॥

বিশ্বনাথ—পরমেশ্বরস্য জগদুপাদানাদি কারণ-কলাপত্বঞ্চাহ যস্মিন্ ইদং জগৎ গৃহে ঘটাদিকমিব

যতশ্চ কুম্ভকারাদিব যেন চক্রদণ্ডাদিনেব যঃ মৃৎপিণ্ড ইব এবং যোঽস্য বিশ্বস্য স্বয়মেব সর্ব্বাণি কারণানি ভবতীত্যর্থঃ। ইদমিত্যস্য পুনঃ পুনরুক্তিস্তদন্বয়-নির্দ্ধারণার্থা। যস্তু অস্মাৎ বিশ্বস্মাৎ পরস্মাৎ বিশ্বকারণকলাপাচ্চ পরস্তং স্বয়ম্ভুবং কৃষ্ণরামাদিরূপেণ যঃ স্বয়মেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেশ্বরের জগদুপাদানাদি কার্য্যসমূহ বলিতেছেন—'যস্মিন্ ইদং'—গৃহে অবস্থিত ঘটাদির ন্যায় যাহাতে, অর্থাৎ যে আধারে এই জগৎ অবস্থিত। যতঃ—যে কুম্ভকারাদি নিমিত্তের ন্যায়, 'যঃ'—যে মৃৎপিণ্ডের ন্যায়, এইরূপে যিনি এই বিশ্বের স্বয়ংই সমস্ত কারণ (অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই আধার প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ)। ইদং শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ তাঁহারই সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত। অথচ যিনি এই কার্য্যপ্রপঞ্চ এবং বিশ্বকারণকলাপ হইতে ভিন্ন, সেই 'স্বয়ম্ভুবং'—সেই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বকে, অর্থাৎ রাম-কৃষ্ণাদিরূপে যিনি নিজেই প্রকটিত হন (তাঁহাকে আমি আশ্রয় করিতেছি।) ॥ ৩ ॥

মধ্ব—শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ।

যত ইতি স্রষ্টৃত্বম্ ; যেনেতি প্রবর্ত্তকত্বম্ ; য ইতি সত্তাপ্রদত্বম্ ; ন সন্তি যদ্রূপে ক্ষয়েত্যুক্তত্বাৎ।

উৎপন্নস্যাপি যৎ সত্তা হরেস্তৎ স ইতীর্য্যতে।

হরেবিশ্বং ভিন্নমপি পরমোঽসৌ যতো বিভুঃ ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩ ॥

যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং
কৃচিদ্বিভাতং কৃ চ তৎ তিরোহিতম্।
অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যুভয়ং তদীক্ষতে
স আত্মমূলোঽবতু মাং পরাৎপরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যদৃচ্ছয়া) স্বাত্মনি (স্বস্মিন্নেব) নিজমায়য়া অর্পিতম্ ইদং (জগৎ) কৃচিৎ (কদাচিৎ কল্পাদৌ) বিভাতং (দেবমনুষ্যাদিনামরূপেণ অভিব্যক্তং) (পুনঃ) কৃ চ (প্রলয়ে) তিরোহিতং (লীনং) তৎ উভয়ং (কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ চ) অবিদ্ধদৃক্ (অলুপ্তদৃষ্টিঃ) আত্মমূলঃ (আত্মা স্বয়মেব মূলং যস্য সঃ স্বপ্রকাশঃ অতএব) সাক্ষী (সন্) ঈক্ষতে (পশ্যতি) সঃ পরাৎপরঃ (পরাৎ প্রকাশকাৎ চক্ষুরাদেঃ অপি পরঃ প্রকাশকঃ ভগবান্) মাম্ অবতু (রক্ষতু) ॥৪॥

অনুবাদ—যাঁহার স্বকীয় মায়ায় আপনাতে অর্পিত এই বিশ্ব কোন সময় প্রাদুর্ভূত হয়, কোন সময় বা তিরোহিত হয়, কার্য্য ও কারণ এই উভয় অবস্থাকেই স্বপ্রকাশ যিনি সাক্ষিরূপে অলুপ্ত দৃষ্টিতে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই পরাৎপর প্রকাশকের প্রকাশক আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চেদং কার্য্যকারণাত্মকং জগদপ্যনাদিতঃ সত্যমেবাস্তীতি বদন্ স্বপরপ্রকাশকত্বমাহ য ইতি। *নিজমায়য়া যদিচ্ছাবশাৎ সৃষ্ট্বা সৃষ্ট্বা অর্পিতং* আত্মন্যেব কদাচিৎ কল্পাদৌ বিভাতং কৃচ কদাচিৎ কল্পান্তে তিরোহিতং অবিদ্ধ-দৃক্ অলুপ্ত-দৃষ্টিরেব সাক্ষী সন্নীক্ষতে। উভয়ং বিভাতং তিরোহিতঞ্চ, আত্মমূলঃ আত্মা স্বয়মেব মূলং যস্য সঃ স্বপ্রকাশঃ, পরাৎ প্রকাশকত্বাদপি পরঃ। 'চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতি' শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বও অনাদি কাল হইতে সত্যরূপেই অবস্থিত, ইহা বলিবার নিমিত্ত তাঁহার স্ব-পর-প্রকাশকত্ব বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'নিজমায়য়া'—নিজমায়া কর্তৃক অর্থাৎ যাঁহার ইচ্ছাবশতঃ নিজের মধ্যে আরোপিত, অথচ সৃষ্টিকালে 'বিভাতং'—অভিব্যক্ত এবং প্রলয়কালে অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্ত এই বিশ্বকে, 'অবিদ্ধদৃক্'—যাঁহার দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, অলুপ্তদৃষ্টিতে অর্থাৎ সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। 'উভয়ং'—উভয় বলিতে অভিব্যক্তি ও তিরোধান, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা উভয়ই দর্শন করেন। 'আত্মমূলঃ'—নিজেই যাহার মূল, তিনি স্বপ্রকাশ, 'পরাৎপরঃ'—চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রকাশক পদার্থসমূহেরও যিনি প্রকাশক। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'চক্ষুরও চক্ষুঃ, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো
লোকেষু পালেষু চ সর্ব্বহেতুষু।
তমস্তদাসীদ্গহনং গভীরং
যস্তস্য পারেঽভিবিরাজতে বিভুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা) কালেন (দ্বিপরার্দ্ধাবসানরূপেণ কালেন) সর্ব্বহেতুষু (পৃথিব্যাদিতত্ত্বেষু) লোকেষু (তৎ-কার্য্যেষু) পালেষু চ (তৎপালকেষু ব্রহ্মাদিষু চ) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেণ) পঞ্চত্বং (লয়ম্) ইতেষু (প্রাপ্তেষু সৎসু) তদা। গহনম্ (অতিসূক্ষ্মত্বাৎ দুরবগাহং) গভীরম্ (অনন্তং পরিচ্ছেত্তুম্ অশক্যং) তমঃ আসীৎ (আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতিশ্রুতেঃ)। তস্য (এবম্ভূতস্য তমসঃ), পারে যঃ (প্রকাশস্বরূপঃ) বিভুঃ অভিবিরাজতে (আসীৎ, তমহং শরণং প্রপদ্যে) ॥৫॥

অনুবাদ—কালবশতঃ সকল কারণ, লোক এবং লোকপাল সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে দুরবগাহ গভীর তমোমাত্র বর্ত্তমান ছিল; যে বিভু এবম্ভূত তমোরাশির পারে বিরাজমান ছিলেন, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বকালবিরাজমানত্বমাহ কালেনেতি। তমঃ প্রলয়কালোদ্ভূতং তস্য পার ইতি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি' শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার সর্ব্বকালে বিরাজ-মানত্ব বলিতেছেন—'কালেন' ইত্যাদি, অর্থাৎ কাল-প্রভাবে এই লোকসমূহ, লোকপালগণ এবং কারণ-বস্তুসমুদয় লয়প্রাপ্ত হইলে যে দুর্ভেদ্য অনন্ত অন্ধ-কাররাশি বিদ্যমান থাকে, সেই অন্ধকারের পরপারে যিনি বিভুরূপে বিরাজ করেন। 'তমঃ'—তম বলিতে প্রলয়কালে উদ্ভূত অন্ধকাররাশি, তাহার পরপারে যিনি অবস্থিত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮), অর্থাৎ অজ্ঞানের অতীত, সূর্য্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পরম পদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই ॥ ৫ ॥

———

ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-
র্জন্তু পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো
দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাবতু ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা আকৃতিভিঃ (বেশভূষাদিভিঃ) বিচেষ্টতঃ (তত্তদাকারেণ চেষ্টমানস্য) নটস্য (স্বরূপং ন কঃ অপি জনঃ জানাতি তথা) দেবাঃ ঋষয়ঃ যস্য (ভগবতঃ) পদং (স্বরূপং) ন বিদুঃ (জানন্তি, অতঃ মাদৃশঃ) জন্তুঃ (অজ্ঞানাভিভূতঃ পশুঃ তৎপদং) গন্তুং (জ্ঞাতুং যথাবদ্বোদ্ধুম্) ঈরিতুং (বক্তুং চ) কঃ পুনঃ অর্হতি? (ন কোঽপি ইত্যর্থঃ। অতঃ) সঃ দুরত্যয়ানুক্রমণঃ (দুরত্যয়ং দুর্গমম্ অনুক্রমণং চরিতং কথনং বা যস্য সঃ দুরববোধস্বরূপঃ হরিঃ) মা (মাম্) অবতু (রক্ষতু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বেশভূষা দ্বারা বিবিধ চেষ্টাবান্ নটের ন্যায় ক্রিয়াশীল যে ভগবানের স্বরূপ দেব ও ঋষিগণ জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, সুতরাং মাদৃশ অর্ব্বাচীন তাহা যথার্থরূপে বুঝিতে বা বলিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে? অতএব সেই দুর্জ্ঞেয়চরিত হরি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বদুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ ন যস্যেতি। পদং স্বরূপং জন্তুরর্ব্বাচীনঃ তত্ত্বানভিজ্ঞঃ গন্তুং জ্ঞাতুং ঈরিতুং বক্তুং বা। যথা নটস্য গীতপদার্থানাং চন্দ্রকমলাদীনাং আকৃতিভিরভিনীয়মানাভির্বিবিধং চেষ্টমানস্য স্বরূপং ভ্রূনেত্রপাণ্যঙ্গুল্যাদিচেষ্টয়া কিমা-কৃতিময়ং দর্শয়তীতি যথা নাট্যতত্ত্বানভিজ্ঞঃ জ্ঞাতুং বক্তুং চ নার্হতি তথা। দুরত্যয়ানুক্রমণঃ দুর্জ্ঞেয়-চরিত্রঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকলের দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—'ন যস্য পদং' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ দেবতা এবং ঋষিগণও জানিতে পারেন না, সুতরাং 'জন্তুঃ'—অর্ব্বাচীন তত্ত্বানভিজ্ঞ মনুষ্যাদি কেহই জানিতে বা বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। 'আকৃতিভিঃ বিচেষ্টতঃ নটস্য'—নটের গীতপদার্থের চন্দ্র-কমলাদির আকৃ-তির দ্বারা অভিনীয়মান, অর্থাৎ বিবিধ চেষ্টমান বস্তুর স্বরূপ ভ্রূ, নেত্র, পাণি ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঞ্চা-লনের দ্বারা কি আকৃতি এই নট দেখাইতেছেন, তাহা যেমন নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে বা বর্ণনা করিতে পারে না, তদ্রূপ নানা আকারে লীলা-কারী ভগবানের স্বরূপ কেহই বুঝিতে বা বলিতে পারে না। কারণ তিনি 'দুরত্যয়ানুক্রমণঃ', অর্থাৎ তাঁহার চরিত্র দুর্জ্ঞেয় ॥ ৬ ॥

———

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং
বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে
ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতাত্মভূতাঃ (ভূতেষু উচ্চাবচেষু আত্মভূতাঃ আত্মতুল্যতাং প্রাপ্তাঃ) সুহৃদঃ (আত্মসমদর্শিনঃ) সুসাধবঃ মুনয়ঃ যস্য (ভগবতঃ) সুমঙ্গলং (নিত্যসুখস্বরূপং) পদং দিদৃক্ষবঃ (সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছবঃ) বিমুক্তসঙ্গাঃ (বিমুক্তঃ সঙ্গঃ শব্দাদিবিষয়েষু আসক্তিঃ যৈঃ তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) বনে (অরণ্যে) অব্রণম্ (অচ্ছিদ্রম্) আলোকব্রতম্ (ইতরজনৈঃ কর্ত্তুমশক্যং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যাদিকং) চরন্তি (আচরন্তি) সঃ (তাদৃশঃ ভগবান্) মে (মম) গতিঃ (আশ্রয়ঃ ভবতু) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সুসাধু, ত্যক্তসঙ্গ, সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী, সুহৃদ, মুনিগণ যাঁহার সুমঙ্গল পদদর্শন করিবার বাসনায় অরণ্যে অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করেন, সেই ভগবান্ আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাত্মৈবাদৃশ্যত্বেঽপি ভাগবতব্রতদৃশ্যত্বমাহ পদং চরণকমলং বিমুক্তসঙ্গাস্ত্যক্তসঙ্গা মুক্তেভ্যোঽপি বিশিষ্টা যে ভক্তা তৎসঙ্গিনশ্চ অলোকব্রতং লোকা বর্ণাশ্রমাচারবন্তস্তদতীতং ভাগবতং ব্রতমিত্যর্থঃ। অতএবাব্রণং ভ্রংশশঙ্কারহিতং। 'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহেত্যাদেঃ' ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ব প্রকারে অদৃশ্য হইলেও ভাগবতধর্ম্মের আচরণপরায়ণ ভক্তগণের দৃশ্যত্ব বলিতেছেন—'দিদৃক্ষবঃ', যাঁহার সুমঙ্গল শ্রীচরণকমলের দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, 'বিমুক্ত-সঙ্গাঃ' —বিষয়পরিজনাদির সঙ্গবিমুক্ত মুনিগণ এবং মুক্তগণ হইতেও বিশিষ্ট সাধুসঙ্গী ভক্তগণ, 'অলোকব্রতং' —লোক বলিতে বর্ণাশ্রম আচারযুক্ত, তাহা হইতে অতীত ভাগবত ব্রতের আচরণ করেন। অতএব উহা 'অব্রণং'—ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কাহীন। যেমন শ্রীএকাদশে নবযোগীন্দ্র সংবাদে উক্ত হইয়াছে— "ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ" (১১।২। ৩৫), অর্থাৎ চক্ষু নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও এই ভাগবতধর্ম্মে স্খলন বা পতন নাই। এখানে নিমীলন অর্থ অজ্ঞান ॥ ৭ ॥

———

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা
ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥ ৮ ॥
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য চ (ভগবতঃ) জন্ম কর্ম্ম বা ন বিদ্যতে (নাস্তি), নামরূপে (চ যস্য) ন (বিদ্যতে) গুণদোষঃ এব বা (ন বিদ্যতে) তথা অপি যঃ (ভগবান্) লোকাপ্যয়সম্ভবায় (লোকানাম্ অপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ, সম্ভবঃ সাধূনাং পরিত্রাণে জন্ম তয়োঃ দ্বন্দ্বৈক্যং তদর্থং) তানি (জন্মাদীনি) স্বমায়য়া (আত্মমায়য়া) অনুকালং (নিরন্তরম্) ঋচ্ছতি (স্বীকরোতি) তস্মৈ অনন্তশক্তয়ে পরেশায় ব্রহ্মণে নমঃ। আশ্চর্য্যকর্ম্মণে (আশ্চর্য্যাণি কর্ম্মাণি যস্য তস্মৈ) অরূপায় (রূপরহিতায়) উরুরূপায় (বহুরূপায় চ তস্মৈ ভগবতে) নমঃ (অস্তু) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার জন্ম কর্ম্ম, নাম রূপ ও গুণদোষ নাই, তথাপি যিনি লোকসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা নিরন্তর ঐ সকল স্বীকার করিয়া থাকেন, আমি সেই অনন্তশক্তি, রূপরহিত ও বহুরূপী এবং অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মশীল সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাকৃতজন্মকর্ম্মাদ্যভাবেঽপি প্রাকৃতজন্ম কর্ম্মাদিমত্ত্বমাহ নেতি। গুণদোষমিতি সমাহারদ্বন্দ্বঃ গুণদোষ এবেতি পাঠে সর্ব্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীতি ইতরেতরযোগেঽপ্যেকত্বং 'উকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুত' ইতিবৎ। তদপি লোকানামপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ সম্ভবঃ সৃষ্টিস্তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তদর্থং স্বমায়য়া মায়িকতমো-রজো-গুণাভ্যাং তানি রুদ্ররূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চ জন্মকর্ম্মাদীনি অনুকালং প্রতিপ্রলয়সৃষ্টিসময়ে ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অত্র লোকস্থিত্যর্থং বিষ্ণুজন্মাদীনি ন নির্দ্দিষ্টানি তেষাং মায়িকত্বাভাবাৎ। অমায়িকজন্মকর্ম্মাদীনি তু নানেন নিষিদ্ধ্যন্তে। তানি দেবক্যাদিজন্ম গোবর্দ্ধনধারণাদিকর্ম্ম কৃষ্ণরামাদি নামরূপাণি স্বরূপভূতান্যেব ন নিষেদ্ধুং শক্যন্তে শ্রুত্যাপি। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদৌ" মায়িকং নিষিদ্ধ্য "স সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্ব-

গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বকামঃ" ইত্যমায়িকং কর্ম্মাদি বিধীয়তে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত' ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ। 'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হীতি'। তথা 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি' পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ। 'যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হেয়ত্বমুচ্যতে' ইতি। হেয়সংযুক্তৈর্হেয়ত্বযুক্তৈরিত্যর্থঃ। প্রাকৃতা গুণা হি হেয়া ভবন্তি যত ইতি ভাবঃ। নাম্নশ্চিন্ময়ত্বং শ্রুতিরাহ। যথা "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিৎ বিবিক্তন। মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সদিতি" অস্যা অয়মর্থঃ। হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাদস্য নাম্নঃ আ ঈষদেব জানন্তো বয়ং ন তু সম্যক্ উচ্চারণমাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণেত্যর্থঃ। তথাপি বিবিক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং শোভনাং ত্বদ্বিষয়াং বুদ্ধিং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব নাম ওঁ প্রণবঃ সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অরূপায় প্রাকৃতরূপরহিতায়, উরুরূপায় অপ্রাকৃত-চিদ্‌ঘন-রামকৃষ্ণাদিবহুরূপায় ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদির অভাবেও প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদি-যুক্তত্ব বলিতেছেন—'ন বিদ্যতে যস্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ যাঁহার প্রাকৃত জন্ম, কর্ম্ম, নাম, রূপ, দোষ বা গুণ কিছুই না থাকিলেও যিনি লোকসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয়সাধনের জন্য নিজ মায়ার দ্বারা জন্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি)। 'গুণ-দোষম্'—ইহা সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস, 'গুণ-দোষ এব'—এইরূপ পাঠে, সমস্ত দ্বন্দ্ব সমাস বিকল্পে একবচন হয়, এই নিয়মে একবচন হইয়াছে। ইতরেতরযোগেও একবচন হয়, যেমন—'উকালোঽজ্‌হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ' ইত্যাদি। তাহা হইলেও লোকসমূহের 'অপয়' বলিতে প্রলয় এবং সম্ভব অর্থাৎ সৃষ্টি, তাহাদের দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে, তাহার (প্রলয় ও সৃষ্টির) জন্য, 'স্বমায়য়া'—নিজমায়াশক্তির দ্বারা, অর্থাৎ মায়িক তমঃ ও রজোগুণের দ্বারা রুদ্ররূপে (প্রলয়) এবং ব্রহ্মার রূপে জন্ম কর্ম্মাদি, 'অনুকালং'—প্রতি প্রলয় ও সৃষ্টির সময়ে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই স্থলে লোকসমুদয়ের স্থিতির নিমিত্ত বিষ্ণুর জন্মাদি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যেহেতু বিষ্ণুর জন্মাদি মায়িক নহে। ইহার দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদি নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব দেবকী প্রভৃতিতে জন্ম, গোবর্দ্ধন ধারণাদি কর্ম্ম, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি নাম এবং রূপসমূহ ভগবানের স্বরূপভূতই, উহা নিষেধ করা সম্ভবপর নহে।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯), অর্থাৎ যিনি কলারহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত (নির্ব্বিকার), অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত, অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ সেতু (উপায়), এবং দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান, সেই দেবতার আমি শরণ লইতেছি। আরও, 'অশব্দমস্পর্শমরূপম্" (কঠ ১।৩।১৫), অর্থাৎ যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণ-বর্জ্জিত, যিনি নিত্য অব্যয়, যিনি আদিহীন, অন্তহীন, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর অধিকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, ইত্যাদির দ্বারা মায়িক জন্মকর্ম্মাদির নিষেধ করিয়া, তিনি 'সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বকাম' (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৪) ইত্যাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদির বিধান করা হইয়াছে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'হে মুনে! গুণ ও দোষ পরিহার করিয়া' ইহা বলিয়া পুনরায় বলিলেন—'তিনি সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক।' তথা 'জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য' অর্থাৎ হেয়গুণ-বিবর্জ্জিত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃসমূহ ভগবৎ-শব্দ বাচ্য। পাদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—'শাস্ত্রসকলে নির্গুণ বলিয়া যে জগদীশ্বরকে বলা হইয়াছে, উহাতে প্রাকৃত হেয়সংযুক্ত গুণের হেয়ত্বই উক্ত হইয়াছে। হেয়সংযুক্ত বলিতে হেয়ত্বযুক্ত—এই অর্থ। ভগবানের শ্রীনামের চিন্ময়ত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিৎ বিবিক্তন" ইত্যাদি, ইহার অর্থ—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব 'মহঃ', অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। সেইজন্য এই শ্রীনামের অত্যল্পমাত্রই আমরা জানি, কিন্তু সম্যক্‌প্রকারে উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদিরূপে নহে, এই অর্থ। তথাপি 'বিবিক্তন'—কেবল তাহার অভ্যাসমাত্র করিয়াই 'সুমতিং'—ত্বদ্বিষয়িণী শোভনা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যেহেতু তোমার ঐ নামই

'ওঁ', প্রণব মন্ত্র এবং 'সৎ' স্বতঃসিদ্ধ। 'অরূপায়'—বলিতে প্রাকৃত রূপরহিত, 'উরুরূপায়'—অপ্রাকৃত চিদ্ঘন রাম, কৃষ্ণাদি বহুরূপে বিরাজমান (তোমাকে প্রণাম করি।) ॥ ৮-৯ ॥

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে।
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মপ্রদীপায় (প্রকাশান্তরস্য অবিষয়ায়) সাক্ষিণে (প্রকাশকায়) পরমাত্মনে (জীবনিয়ন্ত্রে) নমঃ। গিরাং (বাক্যানাং) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) চেতসাম্ অপি (চিত্তবৃত্তীনাং চ) বিদূরায় (অপ্রাপ্যায়) নমঃ ॥১০

অনুবাদ—আত্মপ্রকাশক জীবনিয়ন্তা, পরমাত্মা তাঁহাকে নমস্কার। বাক্যমন এবং চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—জীবাত্মবাঙ্মনস্তদ্বৃত্তিভিরগম্যত্বমাহ আত্মপ্রদীপায় জীবাত্মপ্রকাশকায় প্রকাশকস্য তত্ত্বং প্রকাশ্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। "সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে" ইতি হংসগুহ্যোক্তেঃ। বিদূরায় অগম্যায়, চেতসাং চিত্তবৃত্তীনাম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবাত্মার বাক্য ও মনোবৃত্তির অগম্যত্ব বলিতেছেন—'আত্ম-প্রদীপায়', যিনি জীবাত্মার প্রকাশক, অর্থাৎ প্রকাশকের তত্ত্ব প্রকাশ্য জানিতে পারে না, এই ভাব। হংসগুহ্য স্তবে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বং পুমান্ বেদ" (৬।৪।২৫), অর্থাৎ জীব দেহাদি দেবতাবর্গ এবং তন্মূলীভূত তত্ত্বাদি গুণসমূহ জানিতে পারিলেও সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্কে জানিতে পারে না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি। 'বিদূরায়'—অগম্য, 'চেতসাং'—চিত্তবৃত্তিসকলের (অর্থাৎ তিনি জীবগণের নিয়ন্তা বলিয়া জীবের বাক্য, মনঃ ও চিত্তবৃত্তিসমূহের অগোচর, তাঁহাকে প্রণাম করি।) ॥ ১০ ॥

সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্ম্যেণ বিপশ্চিতা।
নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্ব্বাণসুখসংবিদে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(এবমপি) বিপশ্চিতা (নিপুণেন জ্ঞানিনা) নৈষ্কর্ম্ম্যেণ (সন্ন্যাসেন) সত্ত্বেন (বিশুদ্ধেন সত্ত্বগুণেন) প্রতিলভ্যায় (প্রত্যক্ষেণ প্রাপ্যায়) নির্ব্বাণ-সুখসংবিদে (মোক্ষানন্দ অনুভূতয়ে) কৈবল্যনাথায় নমঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তিনি দিব্যসূরিগণকর্তৃক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভক্তিযোগে প্রাপ্য হইয়া থাকেন, সেই শুদ্ধপ্রেমনাথ নির্ব্বাণসুখদাতাকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কথং তর্হি স গম্যো ভবতীত্যত আহ। সত্ত্বেন সন্ সাধুঃ সতো ভাবঃ সত্ত্বং বৈষ্ণবত্বং তেন প্রতিলভ্যায়। বচন-প্রতিবচনবল্লাভ-প্রতিলাভোঽয়ং ভক্তভগবতো র্জ্ঞেয়ঃ। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রো-পাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্মনঃ-কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্য-মিতি" গোপলতাপনীশ্রুতেঃ। সত্ত্বেন যৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং তেন বিপশ্চিতা প্রতিলভ্যায় ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কিপ্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়? তাহাতে বলিতেছেন—'সত্ত্বেন', সৎ বলিতে সাধু, তাহার ভাব 'সত্ত্ব' অর্থাৎ বৈষ্ণবত্ব, তাহার দ্বারা। 'প্রতিলভ্যায়'—প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্য, বচন ও প্রতিবচন শব্দের ন্যায় লাভ ও প্রতিলাভ, ইহা ভক্ত ও ভগবানের বিষয়ে জানিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে লাভ করেন। 'নৈষ্কর্ম্ম্যেণ'—নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে ভক্তিযোগ, শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবানের ভজনই (সেবাই) ভক্তি, তাহা ইহলোক ও পরলোকের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া তাঁহাতেই (শ্রীভগবানেই) যে মনঃকল্পনা (মনের একাগ্রতা), উহাই নৈষ্কর্ম্ম্য। 'সত্ত্বেন নৈষ্কর্ম্ম্যেণ'—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ ভক্তিযোগের দ্বারা বিবেকী ভক্তগণ যাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন (তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।) ॥ ১১ ॥

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে।
নির্ব্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শান্তায় (সাধূনাং প্রসন্নায়) ঘোরায় (খলানাম্ উগ্রায়) মূঢ়ায় (সংসারিণাং প্রচ্ছন্নায়) গুণ-ধর্ম্মিণে (সত্ত্বাদিগুণানাম্ আশ্রয়ায়) নমঃ। নির্ব্বিশেষায় (হেয়গুণরহিতায়) সাম্যায় (ভক্তেষু বৈষম্য-রহিতায়) জ্ঞানঘনায় চ (জাড্যরহিতায় সদৈব স্বানন্দতুণ্টায় চ) নমঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি (সাধুদিগের প্রতি) শান্ত, (খলের প্রতি) উগ্র, (সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে) প্রচ্ছন্ন, সত্ত্বাদিগুণের আশ্রয়, হেয়গুণশূন্য, বৈষম্য-রহিত ও জ্ঞানঘন ; তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অজ্ঞানিলভ্য-বিশ্বরূপত্বমাহ নম ইতি। শান্তায় সাত্ত্বিকলোকরূপায়। তত্রাপি জ্ঞানিবেদ্য-ব্রহ্মরূপত্বমাহ নির্ব্বিশেষায়েতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানহীন জনের প্রাপ্য বিশ্বরূপত্ব বলিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'শান্তায়'—শান্ত বলিতে সাত্ত্বিক লোকের ন্যায় যিনি আচরণ করেন (অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন, অথচ খলের প্রতি তিনি উগ্র)। তন্মধ্যেও জ্ঞানিজনের বেদ্য ব্রহ্মরূপত্ব বলিতেছেন--'নির্ব্বিশেষ' বলিতে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষেত্রজ্ঞায় (ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ তস্মৈ অন্তর্য্যামিনে) সর্ব্বাধ্যক্ষায় সর্ব্বভূতাধিপতয়ে) সাক্ষিণে (সর্ব্বদ্রষ্ট্রে) তুভ্যং নমঃ। মূল প্রকৃতয়ে (মূলস্য প্রধানস্যাপি প্রকৃতয়ে উদ্ভবহেতবে সর্ব্বোপাদানভূতায় ইত্যর্থঃ) আত্মমূলায় (আত্মনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং মূলায় স্বয়ং কারণান্তররহিতায়) পুরুষায় (পূর্ব্বমেব সতে অথবা পূর্ণায়) নমঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্তর্য্যামী সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং সর্ব্বসাক্ষী আপনাকে নমস্কার করি। প্রধানের উদ্ভব হেতু এবং ক্ষেত্রজ্ঞগণের মূল পূর্ণ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যোগিবেদ্যান্তর্য্যামিরূপত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞেতি চতুর্ভিঃ। ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞোঽন্তর্য্যামী তস্মৈ, 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীতি' গীতোক্তেঃ। আত্মনাং জীবানাং মূলায়াংশিনে। প্রকৃতেরপি মূলং মূলপ্রকৃতিস্তস্মৈ। রাজদন্তাদিত্বাৎ পর-নিপাতঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগিগণের বেদ্য অন্তর্য্যামিত্ব বলিতেছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞায়' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। ক্ষেত্র বলিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় তত্ত্বতঃ যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ অন্তর্যামী। শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" (১৩।৩), অর্থাৎ আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াও জানিবে। 'আত্ম-মূলায়'—এখানে আত্মা বলিতে জীব, তাহাদের মূল অর্থাৎ অংশী। 'মূলপ্রকৃতয়ে'—প্রকৃতিরও যিনি মূল, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির উৎপত্তিরও যিনি হেতু, তাঁহাকে। এখানে 'রাজদন্ত' (দন্তানাং রাজা) প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সমাসে পূর্ব্বপদের পরনিপাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যে গুণাঃ শব্দাদিবিষয়াঃ তেষাং দ্রষ্ট্রে) সর্ব্ব-প্রত্যয়হেতবে (সর্ব্বে প্রত্যয়াঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ হেতবঃ জ্ঞাপকাঃ যস্য তস্মৈ সংশয়বিপর্য্যয়াদিসর্ব্বধর্ম্ম-প্রত্যয়হেতবে) অসতা ছায়য়া (অসতা অহঙ্কারপ্রপঞ্চেন ছায়য়া অসদ্রূপয়া) উক্তায় (প্রতিবিম্বেন বিম্বমিব সূচিতায়) সদাভাসায় (সদ্রূপঃ বিষয়েষু আভাসঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সকল বিষয়ের দ্রষ্টা এবং সর্ব্বপ্রত্যয়-জ্ঞাপক অসন্মায়াসূচিত সদাভাস আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণা বিষয়াশ্চ তেষাং দ্রষ্ট্রে। সর্ব্বপ্রত্যয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ো হেতবো জ্ঞাপকা যস্য তস্মৈ, 'গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবানি'ত্যুক্তেঃ। অসতা অসর্ব্বকালস্থায়িনা ছায়য়া 'ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গেতি' ব্রহ্মসংহিতোক্তে চ ছায়াতুল্যমায়াকার্য্যেণ বিশ্বেন উক্তায় জ্ঞাপিতায় কার্য্যেণ কারণানুমানাদিতি ভাবঃ। কুম্ভকারশক্ত্যা জনিতেন ঘটেন যথা কুম্ভ-কারোঽনুমীয়তে, তদ্বদিত্যর্থঃ। অসত্যচ্ছায়য়া-ভায়েতি পাঠে অসতি অসাধৌ জনে অচ্ছায়য়া অত্তায় স্বচরণচ্ছায়ামদাত্রে ইত্যর্থঃ। যদ্বা। অচ্ছায়া জ্বালা তদ্যুক্তায়। 'ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপ' ইত্যমরঃ। যদ্বা। অচ্ছায়া অকান্তিরস্ফূর্ত্তিরিতি যাবত্তদ্যুক্তায় সৎসু সাধুষু আভাসঃ স্ফূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণদ্রষ্ট্রে'—সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তাহার গুণ শব্দাদি বিষয়সমূহের যিনি দ্রষ্টা। 'সর্ব্বপ্রত্যয়-হেতবে'—সর্ব্বপ্রত্যয় বলিতে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ আপনার জ্ঞাপক (অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের প্রকাশ হইতে পারে না. এই যুক্তিবলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ তাহাদের অধিষ্ঠাতা ও প্রকাশকরূপে সর্ব্বলোকের অগোচর আপনার সত্তা জ্ঞাপন করে)। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—"গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্" (১০।২। ৩৫), অর্থাৎ দেবগণ বলিলেন—হে বিধাতঃ! যদি আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময় এই শ্রীবিগ্রহ প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদনিবর্ত্তক অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না। গুণপ্রকাশের দ্বারা আপনি বুদ্ধ্যাদি গুণের সাক্ষী ও অধিষ্ঠাতা, ইহাই কেবল অনুমিত হয়, (কিন্তু আপনার স্বরূপ কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়)। 'অসতাচ্ছায়য়োক্তায়'—অসৎ বলিতে অসর্ব্বকালস্থায়ী যে ছায়া, অর্থাৎ ছায়ার ন্যায় মায়ায় কার্য্য বিশ্বের দ্বারা যিনি উক্ত অর্থাৎ জ্ঞাপিত হন, তাঁহাকে, যেহেতু কার্য্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয়—এই ভাব। যেরূপ কুম্ভকারের শক্তিতে উৎপন্ন ঘটের দ্বারা কুম্ভকারের অনুমান করা হয়, তদ্রূপ। শ্রীব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—"ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা" (৪৪ শ্লোক), অর্থাৎ যাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধনকারিণী একমাত্র শক্তি শ্রী-দুর্গা ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তিনী হইয়া ভুবনসকলকে ধারণ করেন এবং যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। 'অসত্যচ্ছায়য়াক্তায়'—এইরূপ পাঠে, অসাধু জনে অচ্ছায়ার দ্বারা যিনি অক্ত বলিতে সংসক্ত, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি স্বচরণের ছায়া যিনি প্রদান করেন না, তাঁহাকে, এই অর্থ। কিম্বা—'অচ্ছায়া' বলিতে জ্বালা, তদ্যুক্ত। অমর কোষে উক্ত আছে—'ছায়া শব্দে সূর্য্যের প্রিয়া, কান্তি, প্রতিবিম্ব, অনা-তপ'। অথবা—'আচ্ছায়া' বলিতে অকান্তি অর্থাৎ অস্ফূর্ত্তি, তদ্যুক্ত, অসজ্জনে তাঁহার স্ফূর্ত্তি হয় না। 'সদাভাসায়'—সাধুজনে যাঁহার আভাস বলিতে স্ফূর্ত্তি, তাঁহাকে (আমি প্রণাম করি।)॥ ১৪॥

———

নমো নমস্তেঽখিলকারণায়
নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়।
সর্ব্বাগমাম্নায়মহার্ণবায়
নমোঽপবর্গায় পরায়ণায়॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—অখিলকারণায় (সর্ব্বকারণরূপায় অত-এব) নিষ্কারণায় (কারণরহিতায়) অদ্ভুতকারণায় (মৃদাদিকারণং যথা বিকারং ভজতে তথা ন ইতি বিচিত্রকারণায়) তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ। সর্ব্বা-গমাম্নায়মহার্ণবায় (সর্ব্বে আগমাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ আম্নায়াশ্চ বেদাঃ তেষাং মহার্ণবায় স্রোতসামিব পর্য্যবসানস্থানায়) অপবর্গায় (মোক্ষরূপায়) পরায়-ণায় (উত্তমানাম্ আশ্রয়ায়) নমঃ॥ ১৫॥

অনুবাদ—সর্ব্বকারণ, স্বয়ং নিষ্কারণ ও অদ্ভুত কারণ, আপনাকে নমস্কার। পঞ্চরাত্রাদি আগম ও বেদসমূহের আশ্রয় এবং মোক্ষরূপী ও সাধুগণের শরণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—অদ্ভুতকারণায় উপাদানকারণত্বেঽপি অদ্ভুতত্বং নির্ব্বিকারত্বাত্তবেতি ভাবঃ। যদুক্তং দেবৈঃ 'আত্মনা এবাবিক্রিয়মাণেন সগুণঃ সৃজসী'তি স্বামি-চরণৈরপ্যত্রাবতারিতং 'কারণত্বে চ মৃদাদিবদ্বিকারং বারয়তি অদ্ভুতকারণায়েতি', এবম্ভূতত্বে প্রমাণমাহ সর্ব্বে আগমাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ আম্নায়া বেদাশ্চ তেষাং মহার্ণবায় তরঙ্গাণামিব পর্য্যবসানস্থানায়েতি। অপ-বর্গরূপায় পরায়ণায় উত্তমানামাশ্রয়ায়॥ ১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্ভুতকারণায়'—উপাদান কারণ হইলেও আপনি মৃত্তিকাদি কারণ পদার্থের ন্যায় বিকৃত হন না, ইহাই আপনার অদ্ভুতত্ব, এই ভাব। দেবগণ বলিলেন—"আত্মনা এব অবিক্রিয়-মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি" ইত্যাদি (৬।৯।৩৩), অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার বিহারযোগ অর্থাৎ ক্রীড়োপায় আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধের ন্যায় হইতেছে, যেহেতু তোমার আশ্রয় নাই ও শরীর নাই, এবং তুমি স্বয়ং অগুণ, তথাপি আপনার আত্মার দ্বারা এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছ, অথচ কোন প্রকারে তোমার আত্মার বিকারমাত্র হইতেছে না। অপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আমাদিগেরও সাহায্য অপেক্ষা কর না। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও এখানে

ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কারণত্বে চ মৃদাদিবদ্ বিকারং বারয়তি—অদ্ভুতকারণায়" ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনি সকল জগতের কারণস্বরূপ, অথচ আপনার কারণ নাই। মৃত্তিকাদির ন্যায় বিকার বারণ করিতেছেন—'অদ্ভুতকারণায়', অর্থাৎ আপনি স্বয়ং অবিকৃত হইয়াও নিখিল বিশ্বের-কারণ-স্বরূপ, ইহাই অদ্ভুতত্ব। এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'সর্ব্বে আগমাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্রে পরিসমাপ্তি ঘটে, সেরূপ পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত আগম শাস্ত্র এবং নিখিল বেদরাশি আপনাতেই পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ আপনার তত্ত্ব-প্রতিপাদনেই তাহাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'অপবর্গরূপায়'—আপনি মোক্ষস্বরূপ, 'পরায়ণায়'—ব্রহ্মাদি উত্তম পুরুষগণেরও একমাত্র আশ্রয়। (আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ১৫ ॥

গুণারণিচ্ছন্নচিদুষ্মপায়
তৎক্ষোভবিস্ফূর্জ্জিতমানসায়।
নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন বিবর্জ্জিতাগম-
স্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—গুণারণিচ্ছন্নচিদুষ্মপায় (গুণাঃ সত্ত্বাদি-গুণাত্মিকাপ্রকৃতিরেব অরণিঃ তয়া আচ্ছন্নঃ যঃ চিদুষ্মপঃ জ্ঞানাগ্নিঃ তস্মৈ) তৎক্ষোভবিস্ফূর্জ্জিতমানসায় (তেষাং সত্ত্বাদিপ্রকৃতিগুণানাং ক্ষোভে কার্য্যে বিস্ফূর্জ্জিতং বহির্বৃত্তিকং মানসং যস্য তস্মৈ) নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন (নৈষ্কর্ম্ম্যম্ আত্মতত্ত্বং তস্য ভাবেন ভাবনয়া) বিবর্জ্জিতাগমস্বয়ং প্রকাশায় (বিবর্জ্জিতাঃ আগমাঃ বিধিনিষেধলক্ষণাঃ যৈঃ তেষু স্বয়মেব প্রকাশঃ যস্য তস্মৈ অহং) নমঃ করোমি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আপনি সত্ত্বাদি-গুণরূপ অরণিতে আচ্ছন্ন জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ ও গুণকার্য্যে বহির্ম্মনস্ক। আত্ম-তত্ত্ব ভাবনা দ্বারা বিধি-নিষেধরূপ আগম-পরিত্যাগ-কারিগণের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—গুণ এবারণিস্তয়াচ্ছন্নো যশ্চিদুষ্মপো জ্ঞানাগ্নিস্তস্মৈ। তেষাং গুণানাং ক্ষোভবিস্ফূর্জ্জিতে ক্ষোভোৎকর্ষে মানসমিচ্ছা যস্য, 'সোঽকাময়ত বহুস্যামিতি' শ্রুতেঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যমাত্মতত্ত্বং তস্য ভাবেন ভাবনয়া বিবর্জ্জিতা আগমা বিধিনিষেধলক্ষণা যৈস্তেষু স্বয়মেব প্রকাশো যস্য তস্মৈ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণারণিচ্ছন্ন-চিদুষ্মপায়'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণই অরণি (মন্থন-কাষ্ঠ), তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন যে 'চিদুষ্মপ'—জ্ঞানাগ্নি. (চিৎ বলিতে জীবসমষ্টিরূপ উষ্মা (অগ্নি) তাহা, যিনি পান করেন অর্থাৎ উপসংহার করেন, তাঁহাকে। অর্থাৎ আপনি চৈতন্যময় অগ্নিস্বরূপ, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-স্বরূপ মন্থনকাষ্ঠের মধ্যে আপনার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে)। সেই গুণসমূহের ক্ষোভোৎকর্ষে ইচ্ছা যাঁহার, অর্থাৎ গুণসমূহ সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইলে, আপনার চিত্তও বহির্ম্মুখ হয় অর্থাৎ বহুরূপ ধারণের সংকল্প গ্রহণ করে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" (তৈত্তিরীয় ২।৬।৩), অর্থাৎ তিনি (সেই পরমাত্মা) ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব ইত্যাদি। 'নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন'—নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে আত্মতত্ত্ব, তাহার ভাবনার দ্বারা বিবর্জ্জিত হইয়াছে বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্র যাঁহাদের দ্বারা, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মতত্ত্বের ভাবনাহেতু বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আপনি স্ব-প্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংই প্রকাশিত হন। (এরূপ আপনাকে প্রণাম) ॥ ১৬ ॥

মাদৃক্প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায়
মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায়।
স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসি প্রতীত-
প্রত্যগ্দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মাদৃক্ প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায় (মাদৃক্ মদ্বিধঃ চাসৌ প্রপন্নঃ পশুশ্চ তস্য পাশঃ অবিদ্যা তস্য বিশেষেণ মোক্ষণং যেন তস্মৈ) মুক্তায় (স্বয়ং প্রকৃতি-পারবশ্যরহিতায় ভূরিকরুণায় (ভূরিঃ করুণা যস্য তস্মৈ) অলয়ায় (অনলসায়) সর্ব্বতনুভৃন্মনসি (সর্ব্বেষাং তনুভৃতাং মনসি) স্বাংশেন (অন্তর্য্যামি-রূপেণ) প্রতীত-প্রত্যগ্দৃশে (প্রতীতা প্রখ্যাতা যা প্রত্যক্ দৃক্ জ্ঞানং তস্মৈ) বৃহতে (অপরিচ্ছিন্নায়) ভগবতে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমার ন্যায় শরণাগত পশুর পাশ-

মোচক, মুক্ত, অশেষ করুণাকর, আলস্যশূন্য, সকল দেহীর অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে প্রখ্যাত, জ্ঞানস্বরূপ, এবং অপরিচ্ছিন্ন আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবেদ্য-ভগবৎস্বরূপমাহ—মাদৃগিতি যাবৎ স্তুতি। পাশো গ্রাহরূপঃ সংসারস্বরূপশ্চ। মুক্তায় অর্থান্মাদৃগ্ভিরেতাবৎকালং পরিত্যক্তায় অসেবিতায়েত্যর্থঃ। তদপি মাদৃগ্ভ্যো ন ক্রুধ্যতে প্রত্যুত ভূরিকরুণায় যতোঽমলায় প্রাকৃতানামিব ঈর্ষামালিন্যাভাবাদিতি ভাবঃ। অলয়ায়েতি পাঠে তত্র করুণায়াং ন বিদ্যতে লয়ঃ স্বাপ আলস্যং যস্য তস্মৈ। ন চ ত্বয়ি দুঃখজ্ঞাপনাপেক্ষেত্যাহ স্বাংশেনেতি, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি' শ্রীমুখোক্তেঃ। প্রতীতো যঃ প্রত্যগ্দৃক্ অন্তর্যামী তস্মৈ। বৃহতে শ্রীকৃষ্ণায় ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তজনের বেদ্য ভগবৎ-স্বরূপ বলিতেছেন স্তুতি সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'মাদৃক্-প্রপন্নপশু-পাশ-বিমোক্ষণায়'—আমাদের ন্যায় শরণাগত পশুর 'পাশ' বলিতে গ্রাহরূপ এবং অবিদ্যারূপ সংসার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ। 'মুক্তায়'—আপনি মুক্ত, অর্থাৎ আমাদের ন্যায় পশু কর্ত্তৃক এতকাল পরিত্যক্ত অর্থাৎ অসেবিত, এই অর্থ। তাহা হইলেও আপনি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, অধিকন্তু প্রভূত করুণাশীল, যেহেতু 'অমলায়'—আপনি নির্ম্মল (অপরিচ্ছিন্ন), প্রাকৃত জনের ন্যায় ঈর্ষ্যারূপ মালিন্য আপনাতে নাই, এই ভাব। 'অলয়ায়'—এইরূপ পাঠান্তরে, আপনার করুণায় কোনরূপ 'লয়' বলিতে নিদ্রা বা আলস্য নাই, অর্থাৎ আপনি করুণা-বিতরণে আলস্যহীন। অপর, আপনাতে দুঃখ জ্ঞাপনের কোন অপেক্ষাও নাই, ইহা বলিতেছেন—'স্বাংশেন', আপনি নিজ অংশদ্বারা সকল প্রাণিগণের চিত্তে অন্তর্য্যামিরূপে প্রতীত। শ্রীগীতায় নিজেই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (১৪।৪২), অর্থাৎ আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশমাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। 'বৃহতে'—সেই অপরিচ্ছিন্নতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সক্তৈ-
র্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায়।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায় ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু (আত্মা মনঃ আত্মজঃ পুত্রঃ তদাদিষু) সক্তৈঃ (আসক্তৈঃ) দুষ্প্রাপণায় (দুঃখেনাপি প্রাপ্তুমশক্যায়) গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায় (গুণাঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ তেষু সঙ্গঃ তেন বিবর্জ্জিতঃ তস্মৈ শব্দাদিবিষয়সঙ্গরহিতায়) মুক্তাত্মভিঃ (দেহাদিষু অনাসক্তচিত্তৈঃ জনৈঃ) স্বহৃয়ে পরিভাবিতায় (চিন্তিতায়) জ্ঞানাত্মনে (জ্ঞানস্বরূপায়) ভগবতে ঈশ্বরায় (সর্ব্বনিয়ন্ত্রে তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মন, পুত্র, গৃহ, বিত্ত এবং বিশ্বস্ত ভৃত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য বিষয়-সঙ্গ-রহিত মুক্তাত্মগণের স্বহৃদয়ে চিন্তিত জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ আপনাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মর্ত্ত্যলোকে ক্রীড়াপরত্বেঽপি প্রাকৃতগুণ-সঙ্গশূন্যায়। মুক্তাত্মভির্মুক্তজীবৈরাত্মারামৈর্ভাবিতায় ধ্যাতায়। যদ্বা ত্যক্তাত্মভিরাত্মঘাতিভিরিত্যর্থঃ। পরিভাবিতায় মায়িকবিগ্রহঃ পরমেশ্বরোঽয়মিতি দৃষ্ট্যা তিরস্কৃতায়, বস্তুতস্তু জ্ঞানাত্মনে জ্ঞানং পূর্ণং চিদেব আত্মা বপুর্যস্য তস্মৈ। যদ্বা তং তদপরাধং জানতে অচিরাত্তদুচিতফলদানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণসঙ্গ-বিবর্জ্জিতায়'—আপনি মর্ত্ত্যলোকে ক্রীড়াশীল হইলেও প্রাকৃতগুণের সঙ্গ-রহিত। 'মুক্তাত্মভিঃ'—মুক্তজীব আত্মারামগণের দ্বারা স্বহৃদয়ে চিন্তিত। অথবা—মুক্তাত্মা বলিতে ত্যক্ত হইয়াছে আত্মা যাহাদের দ্বারা, অর্থাৎ আত্মঘাতী জনগণের দ্বারা, 'পরিভাবিতায়'—মায়িক বিগ্রহ-বিশিষ্ট এই পরমেশ্বর, এই জ্ঞানে তিরস্কৃত হন যিনি, তাঁহাকে। বস্তুতঃ কিন্তু 'জ্ঞানাত্মনে'—পূর্ণ চিদ্রূপই আত্মা যাঁহার, তাঁহাকে। অথবা—তাহাদের অপরাধ জানিতে পারিয়া শীঘ্র তদুচিত ফল প্রদানের নিমিত্ত ঐরূপে প্রকটিত হন, এই ভাব ॥ ১৮ ॥

যং ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামা
ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।

কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং
করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামাঃ (ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বিধপুরুষার্থান্ কাময়মানাঃ জনাঃ) যং (পুরুষং ভগবন্তং) ভজন্তঃ (আরাধয়ন্তঃ) ইষ্টাং (স্বাভিপ্রেতাং) গতিং (ধর্ম্মাদিফলম্) আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্ত্যেব ন তৎ তাবদেব) কিং চ আশিষঃ (তৈঃ অকামিতাঃ অন্যাঃ অপি আশিষঃ অর্থান্) অপি রাতি (দদাতি) (অপরং চ) অব্যয়ম্ (অক্ষরং স্বদেহতুল্যং) দেহং (দদাতি)। (অতঃ এবং যঃ) অদভ্রদয়ঃ (অপারকরুণঃ সঃ) মে (মম) বিমোক্ষণম্ (এব কেবলং) করোতু নাধিকং (প্রার্থয়ে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ কামী ব্যক্তিরা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত ফল ও অন্যান্য অর্থ প্রাপ্ত হয়, আরও যিনি স্বদেহ-তুল্য অপ্রাকৃত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন সেই অপার করুণাময় ভগবান্ আমায় মোচন করিয়া দিউন।।১৯

বিশ্বনাথ—সকাম-ভক্তসেব্যত্বমাহ যং ধর্ম্মাদি-কামনয়া ভজন্তোঽপি ইষ্টাং সেবিতামারাধ্যামিতি যাবৎ। গতিং প্রেমলক্ষণাং, 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণামি'ত্যাদেঃ। কিন্তু আশিষঃ কামিতান্ অর্থানপি রাতি দদাতি। অব্যয়মপ্রাকৃতং দেহঞ্চ ধ্রুবাদিভ্য ইব দদাতি অতঃ স অদভ্রদয়ঃ অনল্পকৃপারাশিঃ। বিমোক্ষণং গ্রাহাৎ সংসারাচ্চ করোতু। নিত্যসিদ্ধ-দেহঞ্চ প্রেমভক্তিঞ্চ দদাত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকাম ভক্তগণের সেব্যত্ব বলিতেছেন—'যং' ইত্যাদি। ধর্ম্মাদি কামনায় ভজন-কারী পুরুষগণকেও 'ইষ্টাং গতিং'—সেবিত, আরাধ্য প্রেমলক্ষণা গতি প্রদান করেন। যেমন উক্ত হই-য়াছে—"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্" (৫।১৯। ২৬), অর্থাৎ যদিও ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম ব্যক্তিদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন, তবুও তাহা-দিগকে পরমার্থ দেন না, যেহেতু ঐ প্রকার বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় তাহাদিগকে অর্থী হইতে হয়, কিন্তু যে সকল পুরুষ নিষ্কাম, তাঁহারা কোন বিষয় প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বাভিলাষ-পরিপূরক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং প্রদান করেন। কিন্তু 'আশিষঃ'—তাহাদের অভিলষিত বিষয়ও প্রদান করেন। 'অব্যয়ং'—ধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় তাহাদিগকে অপ্রাকৃত দেহও প্রদান করেন, অতএব তিনি 'অদ-ভ্রদয়ঃ'—প্রভূত করুণাময়। 'বিমোক্ষণং'—গ্রাহ হইতে এবং সংসার হইতে আমাকে মুক্ত করুন, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ দেহ এবং প্রেমভক্তি প্রদান করুন —এই ভাব ॥ ১৯ ॥

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২০ ॥
তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—একান্তিনঃ (অনন্যপ্রয়োজনঃ) যে ভগবৎপ্রপন্নাঃ (ভগবতি সর্ব্বেশ্বরে শরণাগতাঃ ভক্তাঃ) অত্যদ্ভুতং সুমঙ্গলং (মঙ্গলপ্রদং) তচ্চরিতং (তস্য ভগবতঃ চরিতং লীলাদিকং) গায়ন্তঃ (কীর্ত্তয়ন্তঃ) আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ (তদ্গুণানুভবানন্দসমুদ্রমগ্নাঃ সন্তঃ) যস্য বৈ (ভগবতঃ সকাশাৎ) ন কঞ্চন অর্থং বাঞ্ছন্তি (ইচ্ছন্তি) তম্ অক্ষরং (নিত্যং) পরং ব্রহ্ম পরেশং (পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশম্) অব্যক্তং (চক্ষুরাদ্য-গম্যম্) আধ্যাত্মিক-যোগগম্যম্ (আধ্যাত্মিক-যোগেন ভক্তিযোগেন গম্যং লভ্যম্) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্ অবিষয়ং) সূক্ষ্মম্ (অণোঃ অপি অণীয়াংসম্) ইব (ইবশব্দেন মহতঃ মহীয়াংসমিতি লক্ষ্যতে) অতিদূরং (বাহ্যদৃষ্টেঃ বহির্ভূতম্) অনন্তং (ত্রিবিধপরিচ্ছেদ-রহিতম্) আদ্যম্ (আদৌ ভবম্ আদ্যং) পরিপূর্ণম্ (অন্তর্ব্বহিশ্চ ব্যাপ্য বর্ত্তমানং ভগবন্তম্ অহম্) ঈড়ে (স্তৌমি) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাঁহার সমীপে কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না, সেই পরেশ, নিত্য অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক যোগলভ্য, ইন্দ্রিয়সমূহের অবিষয়, সূক্ষ্মবৎ অতীন্দ্রিয়, বাহ্য-

দৃষ্টির বহির্ভূত, অনন্ত, আদ্য, পরিপূর্ণস্বরূপ পর-ব্রহ্মকে আমি স্তব করি ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—ঐকান্তিকভক্তস্বভাবস্তু মাদৃশঃ পশুঃ কথং প্রাপ্স্যতীতি দ্যোতয়ন্ নিষ্কামভক্তসেব্যত্বমাহ—একান্তিনো যস্য ভক্তা ন কঞ্চনাপ্যর্থং বাঞ্ছন্তি তমীড়ে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কুতো ন বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রপন্নাঃ ভগবৎপ্রপত্তিমহাসম্পত্ত্যৈব পরিপূর্ণা ইত্যর্থঃ। তেষাং সুখং সর্ব্বতোঽপ্যধিকমিত্যাহ অত্যদ্ভুতমিত্যাদি। ননু তং কেচিন্মায়াশবল ব্রহ্মেতি কেচিচ্চ প্রভূতপুণ্যকৃজ্জীব ইত্যাচক্ষতে। সত্যং তে নারকিন এব, স তু সাক্ষাৎ পূর্ণং পরব্রহ্মৈবেত্যাহ তমিতি আধ্যাত্মিক-যোগগম্যং যদ্ব্রহ্ম তদেব পরেশং পরমেশ্বরং তং ঈড়ে। যদ্বা। আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগো ভক্ত্যাখ্যস্তেন গম্যং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি তদুক্তেঃ। সূক্ষ্মং পরমাণুমিব। অতীন্দ্রিয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যম্ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐকান্তিক ভক্তগণের স্বভাব মাদৃশ পশু কি প্রকারে পাইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিতে নিষ্কাম ভক্তগণের সেব্যত্ব বলিতেছেন—'একান্তিনঃ', যে ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্তগণ তাঁহার নিকট কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না, তাঁহাকে আমি স্তব করি, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কিজন্য প্রার্থনা করেন না ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভগবৎ-প্রপন্নাঃ', ভগবানের শরণাগত, ভগবৎ-প্রপত্তি-রূপ মহাসম্পত্তি লাভেই তাঁহারা পরিপূর্ণ, এই অর্থ। তাঁহাদের সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা বলিতেছেন—'অত্যদ্ভুতম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবানের মঙ্গলময় অতিবিচিত্র চরিতসমূহ গান করিতে করিতে তাঁহারা আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন। দেখুন—তাঁহাকে কেহ মায়া-শবলিত (নানাবর্ণযুক্ত) ব্রহ্ম, কেহ বা প্রভূত পুণ্যবান্ জীব, এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন - হ্যাঁ, তাহারা নারকীয় জীবই, কিন্তু সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই, ইহা বলিতেছেন—'তমক্ষরম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-যোগলভ্য যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর, তাঁহাকে আমি স্তুতি করি। অথবা—আধ্যাত্মিক যোগ বলিতে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যে যোগ, অর্থাৎ ভক্তিযোগ, তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য। শ্রীএকাদশে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি লভ্য। 'সূক্ষ্ম-মিব'—অতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ন্যায়। 'অতীন্দ্রিয়'—বলিতে ইন্দ্রিয়সকলের অগম্য ॥ ২০-২১ ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ।
নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ ॥ ২২ ॥
যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো-
নির্য্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ২৩ ॥
স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্-
ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাস-
ন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) ফল্গ্ব্যা চ (স্বল্পয়ৈব) কলয়া (অংশেন) ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ বেদাঃ (সামাদয়ঃ) চরাচরাঃ (স্থাবরজঙ্গমাঃ সর্ব্বে) লোকাঃ নামরূপ-বিভেদেন কৃতাঃ। যথা অগ্নেঃ অর্চ্চিষঃ, সবিতুঃ (সূর্য্যাৎ) স্বরোচিষঃ (স্বাংশভূতাঃ) গভস্তয়ঃ (মরীচয়ঃ) অসকৃৎ (বারং বারং) নির্য্যান্তি (উদ্গচ্ছন্তি) সংযান্তি (পুনস্তথৈব লীয়ন্তে) তথা যতঃ (যস্মাৎ ভগবতঃ) বুদ্ধিঃ মনঃ খানি (ইন্দ্রিয়াণি) শরীরবর্গাঃ (কার্য্য-দেহপ্রবাহাঃ দেবাদিশরীরসংঘাতঃ ইত্যেবম্) অয়ং গুণপ্রবাহঃ (গুণপরিণামরূপঃ প্রপঞ্চঃ নির্য্যাতি যদং-শত্বাৎ যস্মিন্ পুনঃ লীয়তে) সঃ বৈ ন দেবাসুর-মর্ত্ত্যতির্য্যক্ (দেবাদীনাং মধ্যে ন কোঽপি ভবতি) ন স্ত্রী ন ষণ্ডঃ ন পুমান্ ন জন্তু (ইতরঃ প্রাণী বা) অয়ং গুণঃ ন কর্ম্ম (চ) ন (ভবতি। অতএব) ন সৎ (জীববর্গান্তভূতঃ) ন অসৎ (নাপি অচেতনবর্গান্তভূতঃ কিন্তু) নিষেধশেষঃ ("নেতি নেতি" ইত্যেবং রূপেণ সর্ব্বস্য নিষেধে অবধিত্বেন শিষ্যতে ইতি নিষেধশেষঃ) অশেষঃ (অশেষাত্মকঃ ভগবান্) জয়তাৎ মদ্বিমোক্ষ-ণায় আবির্ভবতু) ॥ ২২-২৪ ॥

অনুবাদ—যে ভগবানের অত্যল্প অংশদ্বারা ব্রহ্মাদিদেবগণ, সামাদি চতুর্ব্বেদ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট ইহয়া সৃষ্ট হই-য়াছে ; যেরূপ অগ্নি হইতে শিখা এবং সূর্য্য হইতে

স্বাংশ কিরণ পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত ও তাহাতেই লীন হয়, সেই প্রকার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, দেহবর্গ ও গুণ-পরিণামরূপ প্রপঞ্চ যাঁহা হইতে নির্গত হইয়া আবার যাঁহাতে লীন হয়, তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্য্যক্ কিম্বা স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক বা জন্তু নহেন এবং গুণ, কর্ম্মও সৎ, অসৎ নহেন। কিন্তু নিষেধের অবধি। সেই অশেষাত্মক ভগবান্ জয়যুক্ত হউন ॥ ২২-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরিপূর্ণত্বমাহ ত্রিভিঃ যস্যেতি ফল্গ্ব্যা চেতি তস্য কলা দ্বিবিধা ফল্গুরফল্গুশ্চ আদ্যা ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদি জীবরূপা দ্বিতীয়া মৎস্যকূর্ম্মাদীশ্বররূপা চেতি সএব সর্ব্ব ইত্যর্থঃ। বেদা বেদোক্তাঃ কর্ম্মাদয়ঃ। ভগবন্নিঃশ্বাসভূতত্বেন বেদানামফল্গুত্বাৎ। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যথেতি। তথাচ শ্রুতিঃ—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তীতি' তথা তেনৈব প্রকারেণ জীবানামুপাধয়োঽপি অপরয়া ফল্গ্ব্যা কলয়া কৃতা ইত্যাহ যত ইতি। গুণপ্রবাহমেবাহ বুদ্ধিরিত্যাদি, সমষ্টিব্যষ্টিশরীরস্য সর্গাঃ সর্গহেতবঃ। অতএব সর্ব্বকারণত্বাৎ স দেবাদীনাং মধ্যে ন কতমোঽপীত্যাহ স ইতি। জন্তুঃ লিঙ্গত্রয়শূন্যপ্রাণিবিশেষঃ। কিন্তু সর্ব্বস্য নিষেধে অবধিত্বেন শিষ্যত ইতি নিষেধশেষঃ। অশেষঃ স্বশক্তিকার্য্যত্বাদশেষশ্চ ॥ ২২-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরিপূর্ণত্ব বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'ফল্গ্বা চ'—স্বল্প অংশের দ্বারা, তাঁহার কলা (অংশ) দুই প্রকার—ফল্গু এবং অফল্গু। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রাদি জীবগণ ফল্গু অর্থাৎ অত্যল্প অংশে এবং মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি ঈশ্বরগণ অফল্গু (প্রভূত) অংশে প্রকটিত, অর্থাৎ তিনিই সমস্ত কিছু, এই অর্থ। 'বেদাঃ'—বেদোক্ত কর্ম্মাদি, বেদরাশি শ্রীভগবানের নিঃশ্বাসের ন্যায় উদ্ভূত বলিয়া উহা অফল্গু। উহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'যথার্চিষঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যেরূপ অগ্নি হইতে তত্তুল্য দীপ্তিশালী শিখাসমূহের এবং সূর্য্য হইতে তত্তুল্য দীপ্তিশালী কিরণসমূহের নিরন্তর প্রকাশ ও তাহাতেই লয়প্রাপ্তি হয়। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি", অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে তাহার শিখাগুলি প্রকাশ পায় ইত্যাদি। সেই প্রকারে জীবসমূহের উপাধিসকলও অত্যল্প অংশের দ্বারা কৃত, ইহা বলিতেছেন—'যতঃ অয়ং গুণসংপ্রবাহঃ', যাহা হইতে এই গুণপরিণামের প্রপঞ্চ। গুণপ্রবাহই বলিতেছেন—'বুদ্ধিঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহা হইতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও শরীররূপ ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়া তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে তিনিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরের সৃষ্টির হেতু, অতএব সর্ব্বকারণ-স্বরূপ বলিয়া তিনি দেবগণের মধ্যে কেহই নহেন, ইহা বলিতেছেন—'স বৈ ন' ইত্যাদি (অর্থাৎ তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রাণী, স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব, কিংবা ত্রিবিধ লিঙ্গহীন প্রাণিমাত্র, অথবা—গুণ, ক্রিয়া, সৎ বা অসৎ কোন পদার্থই নহেন)। 'জন্তুঃ'—বলিতে ত্রিবিধ লিঙ্গহীন প্রাণিবিশেষ। 'নিষেধ-বিশেষঃ'—সর্ব্ব-নিষেধের যিনি অবশিষ্ট অর্থাৎ যিনি নেতি নেতি বিচারক্রমে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভাবের নিষেধের সীমারূপে অবশিষ্ট রহিয়াছেন। 'অশেষঃ'—নিজ শক্তির কার্য্যত্বহেতু যিনি অশেষাত্মক (সেই সর্ব্বরূপ পরমাত্মা জয়যুক্ত হউন, অর্থাৎ আমার উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হউন।) ॥ ২২-২৪ ॥

জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কিম্
অন্তর্বহিশ্চাবৃতয়েভযোন্যা।
ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-
স্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ন অহং ইহ (সংসারে গ্রাহগ্রাসাৎ) জিজীবিষে (শরীরস্য মোক্ষণেন জীবিতুম্ ইচ্ছামি।) অমুয়া অন্তঃ বহিঃ চ আবৃতয়া (অবিবেকব্যাপ্তয়া) ইভযোন্যা (গজজাত্যা) কিং (প্রয়োজনম্? ন কিমপি ইত্যর্থঃ। অতঃ) যস্য (মোক্ষস্য) কালেন বিপ্লবঃ (নাশঃ) ন (অস্তি) তস্য আত্মলোকাবরণস্য (আত্মলোকস্য আত্মপ্রকাশস্য যদাবরণম্ অজ্ঞানং তস্যৈব তু) মোক্ষম্ ইচ্ছামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কুম্ভীরের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিবার ইচ্ছা করি না। অন্তরে ও বাহিরে অবিবেকাবৃত এই গজজন্মে প্রয়োজন কি? অতএব কালে অবিনাশ্য আত্মপ্রকাশের অজ্ঞানমোক্ষ কামনা করি ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতাবত্যা স্তুত্যা গ্রাহাৎ স্বশরীর-

মোক্ষণমিচ্ছসি, তত্রাহ জিজীবিষে নেতি, তত্র হেতুঃ—অন্তর্বহিশ্চ অবিদ্যা আবৃতয়া হস্তিযোন্যা কিং প্রয়োজনং ? তর্হি কিমিচ্ছসীতি তত্রাহ যস্য কালেন বিপ্লবো নাশো নাস্তি তস্য আত্মলোকাবরণস্য মদাদি-জীবানামবিদ্যয়া ভগবদ্বিস্মারিকায়া মোক্ষম্। যদ্বা। আত্মনস্তব লোকো বৈকুণ্ঠস্তদাবরণস্য তদ্দ্বারকপাটস্য মোচনং মন্নিষ্ঠায়াস্তৎ-প্রাপ্ত্যযোগ্যতায়া নাশমিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, এইরূপ স্তুতির দ্বারা গ্রাহ হইতে নিজ শরীরের উদ্ধারের জন্য কি ইচ্ছা করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'জিজীবিষে ন', অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র এই কুম্ভীরের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াই জীবনধারণ করিতে চাই না, তাহার কারণ—অন্তরে ও বাহিরে অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন এই হস্তি-জন্মের কি প্রয়োজন ? তাহা হইলে কি ইচ্ছা করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যস্য কালেন ন বিপ্লবঃ', কালের দ্বারা যাহার নাশ নাই, সেই আত্মলোকাবরণের অর্থাৎ আমাদের ন্যায় জীবগণের অবিদ্যার দ্বারা ভগবদ্ বিস্মারক যে আবরণ, তাহা হইতে মোক্ষ (অর্থাৎ আত্মার প্রকাশের আবরণস্বরূপ অজ্ঞানের মোচন) কামনা করিতেছি। অথবা—'আত্মলোকাবরণ' বলিতে তোমার লোক যে বৈকুণ্ঠধাম, তাহার দ্বার-কপাটরূপ আবরণের মোচন, অর্থাৎ উহা প্রাপ্তিবিষয়ে আমাতে যে অযোগ্যতা রহিয়াছে, তাহার নাশ ইচ্ছা করি (অর্থাৎ তোমার ধাম লাভের আকাঙ্ক্ষা করি।)॥ ২৫॥

সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্॥২৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ অহং (মুমুক্ষুঃ) বিশ্বসৃজং (বিশ্বস্য স্রষ্টারং) বিশ্বং (বিশ্বরূপম্) অবিশ্বং (বিশ্বব্যতিরিক্তং) বিশ্ববেদসং (বিশ্বং বেদঃ ধনম্ উপকরণং যস্য তং) বিশ্বাত্মানং (বিশ্বস্য আত্মানম্) অজং (নিত্যং) পরম্ (উৎকৃষ্টং) পদম্ (আশ্রয়ং) ব্রহ্ম (এব কেবলং) প্রণতঃ অস্মি (ন তু তং জানামি)॥ ২৬॥

অনুবাদ—মুক্তিকামী আমি, সেই বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বরূপ, অথচ বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত, বিশ্বজ্ঞাতা, বিশ্বের আত্মা, অজ ও পরমপদস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রণাম করি॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ভক্তিঃ ক্রিয়তামিতি চেদ্ভক্তিম্ অপ্যহং কর্তুং পশুত্বাৎ বিপদ্গ্রস্তত্বাচ্চ ন জানামি, তস্মাৎ যৎকিঞ্চিৎ স্বচক্ষুরাদিভিরিদং বিশ্বং জানামি তস্য যঃ কর্তা ভবেৎ তং কেবলং মনসৈব নমামীত্যাহ—সোঽহং প্রসিদ্ধপশুঃ বিশ্বং বিশ্বরূপং অবিশ্বং স্বরূপশক্ত্যা বিশ্বব্যতিরিক্তং বিশ্ববেদসং বিশ্বজ্ঞাতারং বিশ্বস্যাত্মানম্॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে আমাতে ভক্তি কর, ইহা যদি বলেন, তাহার উত্তরে—পশু এবং বিপদ্গ্রস্ত বলিয়া ভক্তি করিতেও আমি জানি না, অতএব যাহা কিছু নিজ চক্ষুরাদির দ্বারা এই বিশ্ব জানি, তাহার যিনি কর্তা, তাঁহাকেই কেবল মনের দ্বারাই নমস্কার করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'সঃ অহম্', সেই আমি প্রসিদ্ধ পশু, 'বিশ্বং'—যিনি বিশ্বরূপ, 'অবিশ্বং'—স্বরূপশক্তির দ্বারা যিনি বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত, 'বিশ্ব-বেদসং'—যিনি বিশ্বের জ্ঞাতা এবং বিশ্বের আত্মা, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। (অর্থাৎ যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি যিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্ হইয়াও বিশ্বরূপে বিরাজমান এই, বিশ্ব যাঁহার উপকরণ এবং যিনি বিশ্বের আত্মা ও জন্মরহিত, সেই পরমপদস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুকে আমি প্রণাম করি।)॥২৬

যোগরন্ধিতকর্ম্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে।
যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোঽস্ম্যহম্॥

অন্বয়ঃ—যোগরন্ধিতকর্ম্মাণঃ (যোগেন ভগবদ্ধর্ম্মেণ ভক্তিযোগেন রন্ধিতানি দগ্ধানি কর্ম্মাণি যেষাং তে তাদৃশাঃ) যোগিনঃ যোগবিভাবিতে (যোগেন বিভাবিতে বিশোধিতে) হৃদি যম্ (ঈশ্বরং) প্রপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ কুর্বন্তি) তং যোগেশং (যোগিনাম্ ঈশম্ ঈশ্বরম্) অহং নতঃ অস্মি (প্রণতঃ ভবামি)॥ ২৭॥

অনুবাদ—ভক্তিযোগদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা যোগিগণ যোগবিশোধিত হৃদয় মধ্যে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—ন চ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ো ময়ি বর্ত্তত ইত্যাহ যোগেতি। যোগিনো ন তু মাদৃশাঃ পশবঃ, যোগেন ভগবদ্ধর্ম্মেণ দগ্ধকর্ম্মাণঃ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরন্তু তাহা প্রাপ্তির উপায়

আমাতে নাই, ইহা বলিতেছেন—'যোগ-রন্ধিত-কর্ম্মাণঃ' ইত্যাদি। যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু আমার ন্যায় পশুগণ নহে। 'যোগ' বলিতে ভগবদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা যাঁহাদের কর্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ যোগিগণ (যাঁহাকে দর্শন করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি।) ॥ ২৭ ॥

নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-
শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে
কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—অসহ্যবেগশক্তিত্রয়ায় (অসহ্যঃ বেগঃ রাগাদি লক্ষণঃ যস্য তথাভূতং শক্তিত্রয়ং যস্য তস্মৈ) অখিলধীগুণায় (অখিলধিয়াং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং গুণায় শব্দাদিস্বরূপেণ প্রতীয়মানায়) প্রপন্নপালায় (প্রপন্নানাং শরণাগতানাং পালায় রক্ষিত্রে দুরন্তশক্তয়ে (দুরন্তা অপারা শক্তিঃ যস্য তস্মৈ) কদিন্দ্রিয়াণাং (কুৎসিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তেষাম্ অজিতেন্দ্রিয়াণাম্) অনবাপ্যবর্ত্মনে (অনবাপ্যং দুরকামং বর্ত্ম যাথাত্ম্যং যস্য তস্মৈ) তুভ্যং নমঃ নমঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অসহ্যবেগ গুণত্রয়শালী নিখিলেন্দ্রিয় বিষয়রূপে প্রতীয়মান, শরণাগত জনের রক্ষক, অপার-শক্তিসম্পন্ন, অজিতেন্দ্রিয়গণের অপ্রাপ্যবর্ত্ম আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদি তদ্ভাবনায়াং প্রতিবন্ধকমাহ অসহ্যবেগং শক্তিত্রয়ং গুণত্রয়ং যস্য তস্মৈ। তৎকৃপয়া প্রতিবন্ধকাভাবে তু অখিলানাং সর্ব্বেষামপি ধিয়ো যত্র তথাভূতগুণাঃ সৌন্দর্য্যাদয়ো যস্য তস্মৈ। কিঞ্চ। প্রপন্নমাত্রমপি পালয়তি তস্মৈ। তত্র হেতুঃ দুরন্তশক্তয়ে দুর্জ্ঞেয়কৃপাশক্তয়ে। কৃপাং বিনা তু বহির্ম্মুখেন্দ্রিয়াণাং দুষ্প্রাপবর্ত্মনে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হৃদয়ে তাঁহার ভাবনার প্রতিবন্ধক বলিতেছেন—'অসহ্যবেগ-শক্তিত্রয়ায়'—অসহ্য বলিতে অপ্রতিহত বেগ যাহার, তাদৃশ শক্তিত্রয় যাঁহার, তাঁহাকে, অর্থাৎ অসহ্য বেগশালী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণ-ত্রয় যাঁহার শক্তিস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। কিন্তু তাঁহার কৃপাতে প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে (প্রতিবন্ধক অপগত হইলে), 'অখিল-ধী-গুণায়'—সকলের বুদ্ধি যেখানে, তাদৃশ সৌন্দর্য্যাদি গুণাবলি যাঁহার, (অথবা—সকল ইন্দ্রিয়ের গুণরূপে অর্থাৎ শব্দাদিরূপে যিনি প্রতীয়মান হন), তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। আরও, প্রপন্ন জনমাত্রের যিনি পালক, তাঁহাকে, তাহার কারণ—'দুরন্তশক্তয়ে'—দুর্জ্ঞেয় অপার কৃপাশক্তি যাঁহার, কিন্তু তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে বহির্ম্মুখেন্দ্রিয়গণের যিনি দুষ্প্রাপ্য (অর্থাৎ যাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ কুৎসিত, তাহারা যাঁহার পথ জানিতে পারে না, সেই আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ২৮

নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাহহংধিয়া হতম্।
তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তমিতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (জনঃ) যচ্ছক্ত্যা (যস্য মায়য়া) অহংধিয়া (দেহাত্মাভিমানেন) হতম্ (আবৃতম্) স্বম্ আত্মানং (স্বকীয়তত্ত্বং) ন বেদ (জানাতি) তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং (দুরত্যয়ং মাহাত্ম্যং যস্য তং দুর্ব্বোধমাহাত্ম্যং ভগবন্তম্) অহম্ ইতঃ (আশ্রিতঃ) অস্মি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মায়ায় এই ব্যক্তি দেহাত্মাভিমানে আবৃত হইয়া স্বীয় আত্মাকে জানিতে পারিতেছে না, আমি দুর্ব্বোধ-মাহাত্ম্য সেই ভগবান্‌কে আশ্রয় করি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং মদীয়ো জীবঃ যস্য শক্তির্মায়া তয়া যা অহংধীঃ তয়া হতং স্বং ন বেদ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়ং'—আমাদের ন্যায় জীব, 'যচ্ছক্ত্যা'—যাঁহার শক্তি মায়া তাহার দ্বারা, 'অহংধিয়া'—যে অহং-বুদ্ধি, তাহার দ্বারা 'হতং'—হত, 'স্বম্ আত্মানং'—নিজের স্বরূপকে জানিতে পারে না (অর্থাৎ যাঁহার মায়ার অহঙ্কার শক্তির দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন হইলে লোকসমূহ নিজ আত্মাকে জানিতে পারে না, সেই দুরতিক্রম মাহাত্ম্যশালী ভগবানের আমি শরণাগত হইতেছি।) ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্ব্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ
তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (ইত্থম্) উপবর্ণিতনির্ব্বিশেষম্ (উপবর্ণিতং নির্ব্বিশেষং মূর্ত্তিভেদং বিনা পরং তত্ত্বং যেন তং) গজেন্দ্রম্ এতে বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ (বিবিধা চাসৌ লিঙ্গভিদা চ মূর্ত্তিভেদঃ তস্যাম্ অভিমানঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ নানাবিধনামরূপাভিমানবন্তঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ (দেবাঃ) যদা ন উপসসৃপুঃ (ন উপজগ্মুঃ তদা) তত্র (স্থানে) নিখিলাত্মকত্বাৎ (সর্ব্বাত্মত্বাৎ) অখিলামরময়ঃ (সর্ব্বদেবময়মূর্ত্তিঃ) হরিঃ (ভগবান্) আবিরাসীৎ (প্রাদুর্বভূব) ॥৩০

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—গজেন্দ্র মূর্ত্তিবিশেষ বর্ণন না করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করিতে থাকিলে নানাপ্রকার রূপাভিমানসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন তাহার মোচনার্থ নিকটে আগমন করিলেন না, তখন সেই স্থানে অখিলাত্মা সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—উপবর্ণিতং নির্ব্বিশেষং নিষ্প্রাকৃতস্বরূপং যেন তং, ব্রহ্মাদয়ঃ আধিকারিকাঃ শিষ্টরক্ষণাদৌ ভগবন্নিযুক্তা অপি তদ্রক্ষণে অসামর্থ্যাদেব নোপসসৃপুঃ। কিন্তু বিবিধলিঙ্গভিদায়াং হংসবাহনত্বৈরাবতবাহনত্বাদৌ স্রষ্টৃত্বমহেন্দ্রত্বাদাবেব অভিমানো যেষাং তে। গজেন্দ্রেণ বয়ং ন ত্বীষদপি স্তুতাঃ, প্রত্যুত 'যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা লোকা বেদাশ্চরাচরাঃ। নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতা' ইতি ফল্গ্বেব্যাক্তি পদেন তুচ্ছীকৃতা এবাতো যমেব স্তৌতি সএব ভগবান্ রক্ষতু, স তু শীঘ্রং ন প্রত্যক্ষীভবিষ্যতীতি দুরারাধ্যস্য তস্য স্বভাবং বয়ং জানীম এবাতো গ্রাহগ্রস্তো মরিষ্যত্যেবেত্যেবং দুরভিমানেনৌদাসীন্যং যদা ব্যঞ্জয়ামাসুরিতি ভাবঃ। তদা তৎক্ষণ এব তত্র হরিঃ নিখিলাত্মকত্বাদ্ধেতোরখিলামরময়ঃ ইতি তরুমূলসেচনেন পল্লবাদ্যা সিক্তা ইব বিষ্ণুস্তুত্যৈব সর্ব্বে স্তুতা ইতি তে তত্ত্বমবিদ্বাংস ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্ উপবর্ণিত-নির্ব্বিশেষং' এইপ্রকারে উপবর্ণিত হইয়াছে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নিষ্প্রাকৃত-স্বরূপ যাহা কর্ত্তৃক, (অর্থাৎ এইরূপ নির্ব্বিশেষভাবে অর্থাৎ কোনরূপ মূর্ত্তিবিশেষের উল্লেখ না করিয়া পরমতত্ত্বের বর্ণনাকারী) গজরাজের নিকট, 'ব্রহ্মাদয়ঃ'—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক শিষ্টজনের রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত আধিকারিক-পদবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি দেবগণ, তাহার রক্ষণে অসামর্থ্যবশতঃই যখন আসিলেন না। কিন্তু 'বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ'—নানাপ্রকার চিহ্ন, তাহার দ্বারা প্রযুক্ত যে মূর্ত্তিভেদ, তাহার অভিমান যাঁহাদের, অর্থাৎ হংসবাহনত্ব, ঐরাবতবাহনত্ব প্রভৃতিতে সৃষ্টত্ব, দেবরাজত্ব বিষয়েই অভিমান যাঁহাদের, সেই ব্রহ্মাদি। 'এই গজরাজ আমাদিগকে ঈষদপি স্তুতি করে নাই, প্রকারান্তরে 'যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ' (২২ শ্লোকে), ইহাতে 'ফল্গু'—পদের দ্বারা আমাদিগকে তুচ্ছীকৃত করা হইয়াছে। অতএব এই গজরাজ যাঁহার স্তব করিয়াছে, সেই ভগবান্ই ইহাকে রক্ষা করুন, কিন্তু তিনি শীঘ্র প্রত্যক্ষ হইবেন না, তাঁহার স্বভাব আমরা ভালভাবেই জানি, সুতরাং এই গ্রাহগ্রস্ত গজরাজ মারা যাইবে।' —এইরূপ দুরভিমানে যখন তাঁহারা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন— এই ভাব। 'তদা'—তৎক্ষণেই সেখানে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদেবময় শ্রীহরিই আবির্ভূত হইলেন। 'অখিলামরময়ঃ'—সর্ব্বদেবময়, ইহা বলায় যেমন তরুর মূলসেচনের দ্বারা সমস্ত শাখাপ্রশাখাদি সিক্ত হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুর স্তুতির দ্বারাই সকলের স্তুতি করা হয়—এই তত্ত্ব তাঁহারা জানেন না, এই ভাব ॥৩০॥

তং তদ্বদার্ত্তমুপলভ্য জগন্নিবাসঃ
স্তোত্রং নিশম্য দিবিজৈঃ সহ সংস্তবদ্ভিঃ।
ছন্দোময়েন গরুড়েন সমুহ্যমান-
শ্চক্রায়ুধোঽভ্যগমদাশু যতো গজেন্দ্রঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—জগন্নিবাসঃ (কৃৎস্নে জগতি অন্তরাত্মতয়া বসতীতি তথা) তদ্বৎ (তথা) আর্ত্তং (গ্রাহেণ পীড়িতং) তং (গজেন্দ্রম্) উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) স্তোত্রং (গজেন্দ্রকৃতং স্তোত্রং চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) সংস্তবদ্ভিঃ (স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিঃ) দিবিজৈঃ (দেবৈঃ) সহ ছন্দোময়েন (ইচ্ছাময়েন ইচ্ছাতুল্যবেগেন) গরুড়েন সমুহ্যমানঃ (গরুড়ে আরোহণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) চক্রায়ুধঃ (চক্রং

সুদর্শনম্ আয়ুধং যস্য তাদৃশঃ সন্) যতঃ (যত্র) গজেন্দ্রঃ (আসীৎ তত্র) আশু (শীঘ্রম্) অভ্যগমৎ (অভিজগাম) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—জগন্নিবাস হরি গজেন্দ্রকে সেইরূপ আর্ত্ত জানিয়া এবং স্তবকারী দেববৃন্দের সহিত স্তব শুনিতে পাইয়া ইচ্ছাতুল্য বেগবান্ গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক চক্রাদি আয়ুধ হস্তে যে স্থানে গজেন্দ্র বিপন্ন হইয়াছিল শীঘ্র তথায় গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দিবিজৈর্ব্রহ্মাদিদেবৈঃ সহিত এব সংস্তবদ্ভিরিতি স্বাপরাধখণ্ডনার্থমেবেতি ভাবঃ। ছন্দোময়েন ইচ্ছাময়েন ইচ্ছাতুল্যবেগেনেত্যর্থঃ, যতো যত্র ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্তবদ্ভিঃ দিবিজৈঃ সহ'—স্তুতিকারী দেবগণের সহিত, এখানে নিজ নিজ অপরাধ খণ্ডনের জন্যই যেন তাঁহারা স্তুতি করিতেছিলেন —এই ভাব। 'ছন্দোময়েন'—ছন্দোময় বলিতে ইচ্ছাময়, অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ বেগবশতঃ, এই অর্থ। 'যতঃ'—যেখানে সেই গজরাজ ছিলেন ॥ ৩১ ॥

সোঽন্তঃসরস্যুরুবলেন গৃহীত আর্ত্তো
দৃষ্ট্বা গরুত্মতি হরিং খ উপাত্তচক্রম্।
উৎক্ষিপ্য সাম্বুজকরং গিরমাহ কৃচ্ছ্রা-
ন্নারায়ণাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (গজেন্দ্রঃ) অন্তঃসরসি উরুবলেন (অন্তঃসরসি সরোবরাভ্যন্তরে উরু মহৎ বলং যস্য তেন তাদৃশেন গ্রাহেন) গৃহীতঃ (আক্রান্তঃ অতঃ) আর্ত্তঃ (দুঃখিতঃ সন্) খে (অন্তরীক্ষে) গরুত্মতি (গরুড়ে স্থিতম্) উপাত্তচক্রম্ (উপাত্তম্ উদ্যতং চক্রং যেন তং তাদৃশং) হরিং দৃষ্ট্বা সাম্বুজকরং (ভগবদর্পণার্থং শুণ্ডে কমলং গৃহীত্বা তচ্ছুণ্ডম্) উৎক্ষিপ্য (উন্নতং কৃত্বা) কৃচ্ছ্রাৎ (মহতা কষ্টেন) "হে নারায়ণ, (হে) অখিলগুরো, (জগদ্গুরো,) (হে) ভগবন্, তে (তুভ্যং) নমঃ" (ইতি) গিরং (বচনম্) আহ (উক্তবান্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই গজেন্দ্র সরোবরের অভ্যন্তরে মহাবল কুম্ভীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া আকাশে গরুড়োপরি উদ্যতচক্র ভগবান্‌কে দেখিতে পাইয়া পদ্ম সহিত স্বীয় শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিল এবং অতিশয় কষ্টে 'হে নারায়ণ, হে অখিলগুরো, হে ভগবন্ আপনাকে নমস্কার' এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—আর্ত্তস্তৎপীড়াভিভূতোঽপি খে আকাশে অতিদূরেঽপি দৃষ্ট্বা সাম্বুজেতি তত্রত্যান্যম্বুজানি সদ্য এব শুণ্ডেনৈবাবচিত্য চরণয়োরর্পয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আর্ত্তঃ'—সেই কুম্ভীরের আক্রমণ-জনিত পীড়াতে অভিভূত হইলেও, 'খে'—আকাশে, অতিদূরেও শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া, 'সাম্বুজ-করম্ উৎক্ষিপ্য'—জলমধ্যস্থ পদ্ম তৎক্ষণাৎ শুণ্ডের দ্বারাই তুলিয়া শ্রীচরণযুগলে সমর্পণের নিমিত্ত গজরাজ শুণ্ডটি উর্দ্ধ্বদিকে প্রসারণ করিলেন—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ সহসাবতীর্য্য
সগ্রাহমাশু সরসঃ কৃপয়োজ্জহার।
গ্রাহাদ্বিপাটিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং
সংপশ্যতাং হরিরমূমুচদুচ্ছ্রিয়াণাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অজঃ (ভগবান্ হরিঃ) তং পীড়িতং (গজেন্দ্রং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা গরুড়স্যাপি মন্দগতিত্বাৎ) কৃপয়া সহসা (তস্মাৎ গরুড়াৎ) অবতীর্য্য আশু (শীঘ্রং) সরসঃ (সরোবরাৎ) সগ্রাহং (গ্রাহেণ সহ বর্ত্তমানং তং গজেন্দ্রম্) সরসঃ উজ্জহার (উদ্ধৃত্য বহির্নিষ্কাসিতবান্। অথ) হরিঃ (ভগবান্) অরিণা (চক্রেণ) বিপাটিতমুখাৎ (বিপাটিতং ভিন্নং মুখং যস্য তস্মাৎ) গ্রাহাৎ সংপশ্যতাং (পশ্যতাং সতাং) উচ্ছ্রিয়াণাং (দেবানাং সমক্ষং) গজেন্দ্রম্ অমূমুচৎ (মোচয়ামাস) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যাস্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবান্ হরি তাহাকে পীড়িত দেখিয়া এবং কৃপাহেতু গরুড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক সত্বর সরোবর সমীপে গমন করিয়া কুম্ভীরের সহিত গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর দ্রষ্টা দেব-

গণের সমক্ষেই চক্র দ্বারা কুম্ভীরের মুখ বিদীর্ণ করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—গরুড়োঽপি মন্দগতিরিতি তৎপৃষ্ঠাদবতীর্য্য বামকরেণ শুণ্ডং ধৃত্বা সরসঃ সকাশাৎ তটে উজ্জহার। ততশ্চ দক্ষিণকরেণ অরিণা চক্রেণ বিপাটিতং মুখং যস্য তস্মাৎ, উচ্ছ্রিয়াণাং দেবানাং সংপশ্যতাং সম্যক্তয়া পশ্যতোঽপি তাননাদৃত্য ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য তৃতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহসা অবতীর্য্য'—গরুড়ও যেন ধীরগামী, এই বিবেচনায় শ্রীহরি অতিদ্রুত তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, বাম হস্তে হস্তীর শুণ্ড ধারণপূর্ব্বক (উভয়কে) জল হইতে সরোবরের তটে টানিয়া তুলিলেন। 'অরিণা'—চক্রের দ্বারা, 'বিপাটিতমুখাৎ'—বিপাটিত অর্থাৎ বিদারিত করা হইয়াছে মুখ যাহার, সেই গ্রাহ হইতে। 'সংপশ্যতাং উচ্ছ্রিয়াণাং'—সম্যক্‌রূপে দেখিতেছে যে দেবগণ, তাহাদের সমক্ষেই, ইহা অনাদরে ষষ্ঠী, তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াই যেন। (অর্থাৎ তারপর দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষেই তাহাদিগকে অনাদরপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্রের দ্বারা কুম্ভীরের মুখ বিদারিত করিয়া, শ্রীহরি গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন।) ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তদা দেবর্ষিগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
মুমুচুঃ কুসুমাসারং শংসন্তঃ কর্ম্ম তদ্ধরেঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গ্রাহ ও গজেন্দ্রের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং গ্রাহের গন্ধর্ব্বত্ব ও গজেন্দ্রের ভগবৎপার্ষদত্ব-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

'হূহূ' নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তিনি একদা সরোবরে স্ত্রীগণ-সহ ক্রীড়ামোদে মত্ত হইয়া রঙ্গচ্ছলে স্নানরত দেবলঋষির পদধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করায় ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গ্রাহত্ব প্রাপ্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। শাপ-শ্রবণে দুঃখিতচিত্তে মুনিবরকে অনেক স্তুতির পর মুনিবর তাঁহার গজেন্দ্র-মোক্ষণ-সময়ে উদ্ধার-কথা জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে ঐ গ্রাহ শ্রীহরির চক্রে বিদারিত বদন হইয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হন। গজেন্দ্রও ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞানরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সারূপ্যগতি প্রাপ্ত হন। এই গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামে বিষ্ণুব্রতপরায়ণ বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতি ছিলেন। ইতি মলয়াচলে গমন করিয়া তথায় আশ্রমনির্ম্মাণপূর্ব্বক মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময় একদিন মহাযশা অগস্ত্য-ঋষি বহুশিষ্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হন। কিন্তু রাজা ভগবদ্ধ্যানমগ্নাবস্থায় থাকিয়া

মুনিবরের অভ্যর্থনাদি না করায় মুনিবর অত্যন্ত কুপিত হন এবং রাজাকে স্তব্ধমতিগজত্ব-প্রাপ্তির অভিশাপ প্রদান করেন। পরে রাজাও মুনিশাপে কৌঞ্জরীযোনি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক সকল স্মৃতি লুপ্ত হয়। কিন্তু বহুকাল শ্রীহরির অর্চ্চনা করায় গ্রাহগ্রস্ত হইয়া তাঁহার পুনরায় ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়। তৎফলে তিনি ভগবৎকৃপালাভ করিয়া সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর শ্রীশুকদেবের মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীভগবানের গজেন্দ্রমোক্ষণ-লীলা ও তাঁহার বিবিধ বিভূতিবিশেষের মাহাত্ম্য সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণকারীর পরমাগতিলাভাদি কীর্ত্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তদা (তস্মিন্ গজমোক্ষণকালে) ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ (ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ সর্ব্বে) দেবর্ষিগন্ধর্ব্বাঃ (দেবাঃ ঋষয়ঃ গন্ধর্ব্বাশ্চ) হরেঃ (ভগবতঃ) তৎ (গজেন্দ্রমোক্ষণরূপং অত্যদ্ভুতং) কর্ম্ম শংসন্তঃ (প্রশংসন্তঃ) কুসুমাসারং (পুষ্পবৃষ্টিং) মুমুচুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সেই গজমোক্ষণকালে ব্রহ্মা-মহেশ পুরঃসর দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ হরির এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পার্ষদত্বং গজেন্দ্রস্য গন্ধর্ব্বত্বঞ্চ যাদসঃ।
চতুর্থে ভগবদ্বাক্যং হিতমুক্তং মরিষ্যতাম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে গজেন্দ্রের পার্ষদত্ব, গ্রাহের গন্ধর্ব্বত্ব, এবং মরণশীল জীবগণের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের হিত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে ॥১॥

নেদুর্দুন্দুভয়ো দিব্যা গন্ধর্ব্বা ননৃতুর্জগুঃ।
ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—দিব্যাঃ (দেবসম্বন্ধিনঃ) দুন্দুভয়ঃ (বাদ্যবিশেষাঃ) নেদুঃ। গন্ধর্ব্বাঃ ননৃতুঃ জগুঃ (চ) ঋষয়ঃ চারণাঃ সিদ্ধাঃ (তথা) পুরুষোত্তমং (তাদৃশং গজমোক্ষণং কুর্ব্বন্তং ভগবন্তং বিষয়ীকৃত্য) তুষ্টুবুঃ (তস্য স্তুতিঞ্চ চক্রুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—স্বর্গে দুন্দুভিসমূহ নিনাদিত হইল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল এবং ঋষি, চারণ ও সিদ্ধগণ সেই ভগবান্ হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্।
মুক্তো দেবলশাপেন হূহূর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ ॥ ৩ ॥
প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমঃশ্লোকমব্যয়ম্।
অগায়ত যশোধাম কীর্ত্তন্যগুণসৎকথম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ হূহূঃ (নাম) গন্ধর্ব্বসত্তমঃ (গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) সঃ দেবলশাপেন (দেবলস্য শাপেন) গ্রাহঃ (জাতঃ আসীৎ অধুনা) মুক্তঃ (দেবলশাপাৎ মোচিতঃ) সদ্যঃ বৈ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্ (প্রাক্তনাদ্ভুততমগন্ধর্ব্বরূপধৃক্ সন্) উত্তমঃ শ্লোকং (পরমজ্যোতিস্বরূপম্) অব্যয়ম্ (অপরিচ্ছিন্নং নিত্যং) যশোধাম (যশসঃ ধাম আশ্রয়ং) কীর্ত্তন্যগুণসৎকথং (কীর্ত্তন্যাঃ কীর্ত্তনীয়াঃ গুণাঃ সতী কথা চ যস্য তম্) অধীশং (হরিং) শিরসা (মস্তকেন) প্রণম্য অগায়ত ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—হূহূ নামে গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবল মুনির শাপে কুম্ভীর হয়েন, এক্ষণে শাপমুক্ত হইয়া পরমাশ্চর্য্য গন্ধর্ব্বরূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তমঃশ্লোক, অপরিচ্ছন্ন, যশের আশ্রয়, কীর্ত্তনীয়-গুণকীর্ত্তিমান্ ভগবান্ হরিকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া স্তুতি-গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—দেবলশাপেনেত্যেবমত্র কথা। সরসি স্ত্রীভিঃ ক্রীড়ন্নসৌ স্নাতুং প্রবিষ্টং দেবলং পাদে প্রগৃহ্য বিচকর্ষ স চ কুপিতো গ্রাহো ভবেতি শশাপ। তেন চ প্রসাদিতঃ সন্নুবাচ। এবমেব গজেন্দ্রং গৃহীতবন্তং ত্বাং হরির্মোচয়িষ্যতীতি। অধীশং কীদৃশং যশসো ধাম আশ্রয়ম্ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবল-শাপেন'—দেবল ঋষির শাপ হইতে মুক্ত হইয়া। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক কথা এইরূপ—হূহূ নামক এক গন্ধর্ব্ব একদা স্ত্রীগণের সহিত সরোবর মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় দেবল ঋষি ঐ সরোবরে স্নান করিতে প্রবিষ্ট হইলে, গন্ধর্ব্বরাজ আমোদহেতু ঋষিবরের চরণ ধারণপূর্ব্বক জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুনি-

বর শাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন —'অরে দুষ্ট ! গ্রাহ হইয়া জন্মগ্রহণ কর'। ইহা শুনিয়া ঐ গন্ধর্ব্ব মুনিকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন—'তুমি এইরূপে গজেন্দ্রের চরণ ধারণ করিও, ভগবান্ শ্রীহরি গজেন্দ্রের উদ্ধার করিবার সময় তোমাকেও মুক্ত করিবেন। 'অধীশঃ'—তিনি কিরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন— 'যশোধাম', যশের আশ্রয় ॥ ৩-৪ ॥

সোঽনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।
লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিল্বিষঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ঈশেন (স্তুত্যা প্রীতেন ভগবতা) অনুকম্পিতঃ (অনুকম্পাবিষয়ীকৃতঃ) সঃ (হূহূনামা গন্ধর্ব্বসত্তমঃ) তম্ (ঈশং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) প্রণম্য (চ) লোকস্য (ব্রহ্মাদিদেবগণস্য) পশ্যতঃ (সতঃ) মুক্তকিল্বিষঃ (মুক্তং কিল্বিষং দেবলশাপরূপং যস্য তাদৃশঃ সন্) স্বং লোকং (গন্ধর্ব্বলোকম্) অগাৎ (গতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবৎকর্ত্তৃক অনুকম্পিত সেই গন্ধর্ব্ব হরিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে পাপমুক্ত হইয়া স্বীয় গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—গজেন্দ্রঃ (অপি তদা) ভগবৎস্পর্শাৎ (ভগবতঃ হরেঃ স্পর্শাৎ হেতোঃ) অজ্ঞানবন্ধনাৎ (অজ্ঞানরূপকর্ম্মবন্ধনাৎ) বিমুক্তঃ (সন্) পীতবাসাঃ (পীতং পিশঙ্গং বাসঃ বস্ত্রং যস্য সঃ) চতুর্ভুজঃ (চত্বারঃ ভুজাঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) ভগবতঃ রূপম্ (ইত্যেবং সারূপ্যং) প্রাপ্তঃ (বভুব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে গজেন্দ্রও ভগবৎ সংস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবাস ও চতুর্ভুজ হইয়া ভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবৎস্পর্শাৎ ভগবৎকর্ম্মকস্পর্শাৎ তত্র মনোবচোভ্যাং স্পর্শাৎ অজ্ঞানবন্ধাতো মুক্তঃ। স্থূলদেহেন স্পর্শাৎ স্পর্শমণিন্যায়েন ভগবতো রূপং প্রাপ্তো ধ্রুব ইবেতি জ্ঞেয়ম্। দেহমব্যয়ং করোত্বিতি পূর্ব্বপ্রার্থনাৎ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবৎস্পর্শাৎ'—ভগবান্‌কে স্পর্শ করায়, তন্মধ্যে মনঃ ও বাক্যের দ্বারা স্পর্শহেতু অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্থূলদেহের দ্বারা স্পর্শহেতু স্পর্শমণি-ন্যায়ে ধ্রুবাদির ন্যায় ভগবানের সারূপ্য (পার্ষদত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে, 'দেহম্ অব্যয়ং করোতু' (১৯ শ্লোক) —আমার দেহকে অপ্রাকৃত করুন, তাহার এই পূর্ব্ব প্রার্থনা অনুসারে ॥ ৬ ॥

স বৈ পূর্ব্বমভূদ্রাজা পাণ্ড্যো দ্রবিড়সত্তমঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ (গজেন্দ্রঃ) পূর্ব্বং (পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি) পাণ্ড্যঃ (পাণ্ড্যদেশাধিপতিঃ) দ্রবিড়সত্তমঃ (দ্রবিড়েষু শ্রেষ্ঠঃ) বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ (বিষ্ণুব্রতং শ্রীবিষ্ণুভজনাত্মকং তদেব পরম্ উৎকৃষ্টম্ অয়নম্ অনুষ্ঠেয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ ইতি খ্যাতঃ (তদাখ্যঃ) রাজা অভুৎ (আসীৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণুব্রতপরায়ণ, দ্রবিড় সাধুশ্রেষ্ঠ, পাণ্ড্য-দেশাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন ॥ ৭ ॥

স একদারাধনকাল আত্মবান্
গৃহীতমৌনব্রত ঈশ্বরং হরিম্।
জটাধরস্তাপস আপ্লুতোঽচ্যুতং
সমর্চ্চয়ামাস কুলাচলাশ্রমঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং স্থিতে সতি) জটাধরঃ তাপসঃ (তপোনিষ্ঠঃ) কুলাচলাশ্রমঃ (কুলাচলে মলয়াদ্রৌ আশ্রমঃ আশ্রয়ঃ যস্য তাদৃশঃ) সঃ (ইন্দ্রদ্যুম্নঃ) একদা আরাধনকালে (ভগবদারাধনকালে) আত্মবান্ (সমাহিতচিত্তঃ) গৃহীতমৌনব্রতঃ (গৃহীতং মৌনাত্মকং ব্রতং যেন সঃ তাদৃশঃ) আপ্লুতঃ (ভগবৎপ্রেম্না আপ্লুতঃ চ সন্) অচ্যুতং হরিম্ ঈশ্বরং সমর্চ্চয়ামাস (আরাধনাং কৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জটাধারী, তপোনিষ্ঠ মলয়াশ্রম সেই

'ইন্দ্রদ্যুম্ন' একদা আরাধনার সময়ে সমাহিতচিত্তে মৌনব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত হইয়া অচ্যুত হরির পূজা করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কুলাচলে মলয়াদ্রাবাশ্রমো যস্য সঃ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুলাচলাশ্রমঃ'—মলয় পর্ব্বতে আশ্রম যাঁহার, সেই পাণ্ড্যদেশাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ॥ ৮ ॥

যদৃচ্ছয়া তত্র মহাযশা মুনিঃ
সমাগমচ্ছিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ ।
তং বীক্ষ্য তূষ্ণীমকৃতার্হণাদিকং
রহস্যুপাসীনমৃষিশ্চুকোপ হ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) শিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ (পরিবৃতঃ) মহাযশাঃ মুনিঃ (অগস্ত্যঃ) যদৃচ্ছয়া (স্বেচ্ছাক্রমেণ) তত্র (ইন্দ্রদ্যুম্নাশ্রমে) সমাগমৎ (সমাগতবান্। আগত্য চ) তম্ (ইন্দ্রদ্যুম্নং) তূষ্ণীম্ (অবস্থিতম্) অকৃতার্হণাদিকম্ (অকৃতম্ অসমর্পিতম্ অর্ঘ্যাদিকং যেন তং তদবস্থং) রহসি (একান্তে) উপাসীনম্ (উপবিষ্টং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ঋষিঃ (অগস্ত্যঃ) চুকোপ হ (তৎপ্রতি ক্রোধং কৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তখন শিষ্যগণে পরিবৃত মহাযশা অগস্ত্য মুনি স্বেচ্ছাক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নাশ্রমে সমাগত হইলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে তূষ্ণীম্ভূত, তৎসৎকারহীন ও নির্জ্জনে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৯ ।

বিশ্বনাথ—মুনিরগস্ত্যঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুনিঃ'—অগস্ত্য ঋষি ॥ ৯ ॥

তস্মা ইমং শাপমদাদসাধু-
রয়ং দুরাত্মাকৃতবুদ্ধিরদ্য ।
বিপ্রাবমন্তা বিশতাং তমিস্রং
যথা গজস্তব্ধমতিঃ স এব ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) তস্মৈ (ইন্দ্রদ্যুম্নায় ক্রোধাক্রান্তঃ অগস্ত্যঃ) ইমং শাপম্ অদাৎ (দত্তবান্ যৎ) অয়ম্ (ইন্দ্রদ্যুম্নঃ) অসাধুঃ দুরাত্মা অকৃতবুদ্ধিঃ (অকৃতা অশিক্ষিতা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) অদ্য (অধুনা) বিপ্রাবমন্তা (বিপ্রান্ অস্মান্ অবমন্যতে পরিভবতীতি তথা অতঃ হেতোঃ) তমিস্রম্ (অজ্ঞানং) বিশতাং (প্রাপ্নোতু) যথা গজঃ স্তব্ধমতিঃ (স্তব্ধা অনম্রা মতিঃ যস্য সঃ তথৈব অয়ম্ অতঃ) সঃ এব (গজঃ এব ভবতু ইতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অগস্ত্য ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই শাপ দিলেন যে 'এই ইন্দ্রদ্যুম্ন অসাধু, দুরাত্মা ও অশিক্ষিতবুদ্ধি, এক্ষণে ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী, সুতরাং তমিস্র (অজ্ঞান) প্রবেশ করুক এবং গজবৎ স্তব্ধমতি এই ব্যক্তি হস্তিযোনি প্রাপ্ত হউক' ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অকৃতবুদ্ধিঃ অশিক্ষিতধীঃ। স এব গজ এব ভবত্বিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকৃতধীঃ'—অশিক্ষিতবুদ্ধি। 'সঃ এব'—(যেহেতু এই রাজা হস্তীর ন্যায় জড়বুদ্ধি, অতএব) সে হস্তীই হউক ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং শপ্ত্বাগতোঽগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ ।
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষির্দিষ্টং তদুপধারয়ন্ ॥ ১১ ॥
আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ ।
হর্য্যর্চ্চনানুভাবেন যদ্গজত্বেঽপ্যনুস্মৃতিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, এবং শপ্ত্বা (অভিশাপং দত্ত্বা) সানুগঃ (সশিষ্যঃ) ভগবান্ অগস্ত্যঃ গতঃ (যযৌ । ততঃ) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ রাজর্ষিঃ অপি তৎ (অগস্ত্যশাপাদিকং) দিষ্টং (প্রারব্ধমেব) উপধারয়ন্ (নিশ্চিন্বন্) আত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ (আত্মনঃ পরমাত্মনঃ স্মৃতিনাশিনীম্) কৌঞ্জরীং (গজসম্বন্ধিনীং) যোনিম্ আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ । তদা) গজত্বে অপি (যা) অনুস্মৃতিঃ (সা) হর্য্যর্চ্চনানুভাবেন (হরেঃ ভগবতঃ অর্চ্চনস্য অনুভাবেন পূর্ব্বজন্মনি ভগবদারাধন-প্রভাবেন অভূদিতি শেষঃ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, এই প্রকার অভিশাপ দিয়া ভগবান্ অগস্ত্য সশিষ্যে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ অভিশাপকে দৈবপ্রেরিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করতঃ পরমাত্মস্মৃতিনাশিনী গজযোনি প্রাপ্ত হইলেন ; হরির অর্চ্চনাপ্রভাবে হস্তিযোনিতেও তাঁহার পশ্চাৎ স্মৃতি হইয়াছিল ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—দিষ্টং দুরদিষ্টং উপধারয়ন্ জানন্। যস্য গজত্বে যদ্‌গজত্বে ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিষ্টং'—ঐ অভিশাপকে দৈবপ্রাপ্ত মনে করিয়া। 'যদ্‌গজত্বে অপি'—যাঁহার হস্তিজন্ম প্রাপ্তিতেও (শ্রীহরির আরাধনার প্রভাবে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল।) ॥১১-১২॥

এবং বিমোক্ষ্য গজযূথপমব্জনাভ-
স্তেনাপি পার্ষদগতিং গমিতেন যুক্তঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিবুধৈরুপগীয়মান-
কর্ম্মাদ্ভুতং স্বভবনং গরুড়াসনোঽগাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (ইত্থং) গজযূথপং (গজেন্দ্রং) বিমোক্ষ্য পার্ষদগতিং (পার্ষদত্বং) গমিতেন (প্রাপিতেন) তেন (গজেন্দ্রাখ্যজীবেন) অপি (স্বপার্ষদৈশ্চ) যুক্তঃ (পরিবৃতঃ) গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিবুধৈঃ উপগীয়মানকর্ম্ম (গন্ধর্ব্বাদিভিঃ উপগীয়মানং কর্ম্ম যস্য সঃ) গরুড়াসনঃ (গরুড়ঃ আসনং বাহনং যস্য সঃ) অব্জনাভঃ (পদ্মনাভঃ হরিঃ) অদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যং) স্বভবনম্ অগাৎ (গতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তাহাকে মুক্ত করিয়া পার্ষদত্বপ্রাপ্ত গজেন্দ্রের সহিত গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবগণকর্ত্তৃক তৎকর্ম্ম বিষয়ে গীত হইয়া পদ্মনাভ গরুড়াসন হরি অত্যাশ্চর্য্য স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিমোক্ষ্যেতি গ্রাহাদিতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিমোক্ষ্য'—গ্রাহ হইতে মুক্ত করিয়া ॥ ১৩ ॥

এতন্মহারাজ তবেরিতো ময়া
কৃষ্ণানুভাবো গজরাজমোক্ষণম্।
স্বর্গ্যং যশস্যং কলিকল্মষাপহং
দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্য্য শৃণ্বতাম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, এতৎ গজরাজমোক্ষণং (গজেন্দ্রমোচনরূপঃ) কৃষ্ণানুভাবঃ (ভগবৎপ্রভাবঃ) তব (তুভ্যং) ময়া ঈরিতঃ (কথিতঃ) (হে) কুরুবর্য্য, (এতৎ গজেন্দ্রমোক্ষণং) শৃণ্বতাং (জনানাং) স্বর্গ্যং (স্বর্গসাধনং) যশস্যং (যশস্করং) কলিকল্মষাপহং (কলৌ যুগে যৎকল্মষং পাপং তদপহন্তীতি তথাভূতং) দুঃস্বপ্ননাশং (দুঃস্বপ্নং নাশয়তীতি তথা তাদৃশং ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, এই গজেন্দ্রের মুক্তিরূপ ভগবৎ-প্রভাব তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। হে কুরুবর্য্য, এই আখ্যান শ্রবণকারী জনগণের স্বর্গসাধক, যশস্কর, কলিকলুষহারক ও দুঃস্বপ্ননাশক ॥

যথানুকীর্ত্তয়ন্ত্যেতচ্ছ্রেয়স্কামা দ্বিজাতয়ঃ।
শুচয়ঃ প্রাতরুত্থায় দুঃস্বপ্নাদ্যপশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) শ্রেয়স্কামাঃ দ্বিজাতয়ঃ (ত্রৈবর্ণিকাঃ) প্রাতঃ উত্থায় শুচয়ঃ (শুচিভূতাঃ সন্তঃ) দুঃস্বপ্নাদ্যপশান্তয়ে (দুঃস্বপ্নাদীনামশুভানাং নিবৃত্তয়ে) এতৎ যথা (যথাবৎ) অনুকীর্ত্তয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রেয়স্কাম দ্বিজাতিগণ প্রভাতকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শুচি হইয়া দুঃস্বপ্নাদি অশুভের নিবৃত্তি কামনায় যথাবিধি ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা যথাবৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা'—যথানিয়মে (এই গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করিয়া থাকেন।) ॥ ১৫ ॥

ইদমাহ হরিঃ প্রীতো গজেন্দ্রং কুরুসত্তম।
শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতময়ো বিভুঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুসত্তম, শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং (প্রাণিনাং সকাশে) সর্ব্বভূতময়ঃ (সর্ব্বাত্মা) বিভুঃ হরিঃ (নারায়ণঃ) প্রীতঃ (আনন্দিতঃ সন্) গজেন্দ্রং (প্রতি) ইদম্ আহ (বক্ষ্যমানম্ উক্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে কুরুসত্তম, সর্ব্বাত্মা বিভু হরি প্রীত হইয়া শ্রবণকারী সকল প্রাণিগণের সমক্ষে গজেন্দ্রকে বক্ষ্যমান বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যে মাং ত্বাঞ্চ সরশ্চেদং গিরিকন্দরকাননম্।
বেত্রকীচকবেণূনাং গুল্মানি সুরপাদপান্ ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গাণীমানি ধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মণো মে শিবস্য চ ।
ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥১৮॥
শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মালাং গদাং কৌমোদকীং মম ।
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥
শেষঞ্চ মৎকলাং সূক্ষ্মাং শ্রিয়ং দেবীং মদাশ্রয়াম্ ।
ব্রহ্মাণং নারদমৃষিং ভবং প্রহ্লাদমেব চ ॥ ২০ ॥
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যৈরবতারৈঃ কৃতানি মে ।
কর্ম্মাণ্যনন্তপুণ্যানি সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্ ॥ ২১ ॥
প্রণবং সত্যমব্যক্তং গোবিপ্রান্ ধর্ম্মমব্যয়ম্ ।
দাক্ষায়ণীর্ধর্ম্মপত্নীঃ সোমকশ্যপয়োরপি ॥ ২২ ॥
গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীং সিতবারণম্ ।
ধ্রুবং ব্রহ্মঋষীন্ সপ্ত পুণ্যশ্লোকাংশ্চ মানবান্ ॥২৩॥
উত্থায়াপররাত্রান্তে প্রযতাঃ সুসমাহিতাঃ ।
স্মরন্তি মম রূপাণি মুচ্যন্তে তেহংহসোঽখিলাৎ ॥২৪

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—যে (জনাঃ) মাং ত্বাং চ সরঃ চ (এতৎ সরোবরম্) ইদং গিরিকন্দর-কাননং, বেত্রকীচকবেণুনাং গুল্মানি সুরপাদপান্ (দেবতরূন্) ইমানি শৃঙ্গাণি (মে) মম ব্রহ্মণঃ শিবস্য চ ধিষ্ণ্যানি (স্থানানি) মে (মম) প্রিয়ং ধাম ক্ষীরোদং (ক্ষীরোদসাগরং তথা) ভাস্বরং (দীপ্তিমন্তং) শ্বেতদ্বীপং চ মম শ্রীবৎসং (চিহ্নং) কৌস্তুভং, মালাং, কৌমোদকীং গদাং, সুদর্শনং (চক্রং), পাঞ্চজন্যং (শঙ্খং) পতগেশ্বরং (পতঙ্গানাম্ ঈশ্বরং শ্রেষ্ঠম্) সুপর্ণং (গরুড়ং) শেষং চ (অনন্তনাগং চ) মৎকলাং (মদংশরূপাং) মদাশ্রয়াং (মম হৃদয়াশ্রয়াং) সূক্ষ্মাং (দুর্গ্রাহ্যস্বরূপাং) শ্রিয়ং দেবীং (শ্রীলক্ষ্মীং) ব্রহ্মাণম্ ঋষিং নারদং ভবং (মহাদেবং) প্রহ্লাদম্ এব চ মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যৈঃ অবতারৈঃ মে (ময়া) কৃতানি (আচরিতানি) অনন্ত-পুণ্যানি কর্ম্মাণি (তথা) সূর্য্যং সোমং (চন্দ্রং) হুতাশনম্ (অগ্নিং) প্রণবম্ (ওঙ্কারং) সত্যম্ অব্যক্তং (মায়াং) গোবিপ্রান্, অব্যয়ং ধর্ম্মং (ভক্তিলক্ষণং) সোমকশ্যপয়োঃ ধর্ম্মপত্নীঃ অপি দাক্ষায়ণীঃ (যাঃ দক্ষকন্যাঃ আসন্ তাঃ) গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীম্ (ইমাঃ নদীঃ তথা) সিতবারণম্ (ঐরাবতং) ধ্রুবম্ (ঔত্তানপাদিকং) সপ্ত ব্রহ্মঋষীন্, পুণ্যশ্লোকান্ চ (পুণ্যেন শ্লোক্যন্তে কথ্যন্তে ইতি পুণ্যশ্লোকাঃ তান্ তাদৃশান্ ধার্ম্মিকান্) মানবান্ চ অপর রাত্রান্তে (রাত্রিশেষে অরুণোদয়প্রারম্ভে) উত্থায় প্রযতাঃ (সংযতচিত্তাঃ) সুসমাহিতাঃ (একাগ্রচিত্তাঃ সন্তঃ) মম রূপাণি (সরঃ আদীনি মম রূপাণি) স্মরন্তি তে অখিলাৎ অংহসঃ (সর্ব্বস্মাৎ পাপাৎ) মুচ্যন্তে হি (মুক্তাঃ ভবন্তি) ॥ ১৭-২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যে সকল ব্যক্তি রাত্রিশেষে উত্থানপূর্ব্বক সংযত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া মদ্রূপস্বরূপ আমাকে, তোমাকে এবং এই সরোবর, গিরি, কন্দর, কানন, বেত্রকীচক ও বেণুর গুল্ম, দেবদারু—আমার, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাস এই সকল শৃঙ্গ আমার প্রিয়ধাম ক্ষীরোদসাগর, দীপ্তি-শালী শ্বেতদ্বীপ, আমার শ্রীবৎসচিহ্ন, কৌস্তুভমণি, বৈজয়ন্তী মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র, পাঞ্চ-জন্য শঙ্খ, পক্ষিরাজ গরুড়, শেষনাগ, আমার সূক্ষ্মা কলারূপিণী এবং মদাশ্রয়া লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদ-ঋষি, মহাদেব, প্রহলাদ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারে আমার আচরিত অনন্ত পুণ্যাত্মক কর্ম্মসকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রণব, সত্য, মায়া, গো, বিপ্র ভক্তি, সোম ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নী দক্ষসুতাগণ, গঙ্গা, সর-স্বতী, নন্দা, কালিন্দী, ঐরাবত, হস্তী, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি, পুণ্যশ্লোক, মানবগণকে স্মরণ করে, তাহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৭-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মাং ত্বাঞ্চেত্যাদি দ্বিতীয়ান্তানাং স্মরন্তী-ত্যষ্টমেনান্বয়ঃ। অব্যক্তং মায়াং, অব্যয়ং ধর্ম্মং ভক্তিম্। সোমকশ্যপয়োরপি পত্নীঃ, সিতবারণমৈরা-বতম্ ॥ ১৭-২৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
অষ্টমস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাং ত্বাম্ চ'—আমাকে এবং তোমাকে, এই দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত 'স্মরন্তি'—স্মরণ করে, এই অষ্টম (২৪ নং) শ্লোকের অন্বয় হইবে। 'অব্যক্তং' (২২ শ্লোক)—অব্যক্ত বলিতে মায়া, 'অব্যয় ধর্ম্ম'—অর্থাৎ ভক্তি। 'সোম-কশ্য-পয়োঃ'—চন্দ্র ও কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যাগণ। 'সিত-বারণম্'—ঐরাবত হস্তী ॥ ১৭-২৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত

শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৮।৪ ।।

যে মাং স্তুবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে ।
তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিপুলাং গতিম্ ।।২৫

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, যে (চ জনাঃ) নিশাত্যয়ে (নিশাপগমে প্রভাতে) প্রতিবুধ্য অনেন (ত্বৎকৃতেন *স্তোত্রেণ*) মাং স্তুবন্তি । অহং চ তেষাং প্রাণাত্যয়ে (প্রয়াণকালে) বিপুলাং (মদ্বিষয়াং) গতিম্ (আশ্রয়ম্) দদামি ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—হে অঙ্গ, যে সকল ব্যক্তি প্রভাতে জাগরিত হইয়া ত্বৎকৃত স্তোত্র দ্বারা আমাকে স্তব করে, আমি তাহাদের প্রাণ বিয়োগে বিপুলা গতি প্রদান করি ।। ২৫ ।।

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যাদিশ্য হৃষীকেশঃ প্রাধ্মায় জলজোত্তমম্ ।
হর্ষয়ন্ বিবুধানীকমারুরোহ খগাধিপম্ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (ইত্থম্) আদিশ্য (আজ্ঞাপ্য) হৃষীকেশঃ (হরিঃ) জলজোত্তমং (শঙ্খশ্রেষ্ঠং পাঞ্চজন্যং) প্রাধ্মায় (বাদয়িত্বা) বিবুধানীকং (ব্রহ্মাদিদেবতাবর্গং) হর্ষয়ন্ খগাধিপং (গরুড়ম্) *আরুরোহ (আরুহ্য স্বভবনমগাদিত্যর্থঃ)* ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হৃষীকেশ এই আদেশ করিয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য বাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে আনন্দিত করতঃ গরুড়োপরি আরোহণ করিলেন ।। ২৬ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
রাজন্নুদিতমেতৎ তে হরেঃ কর্ম্মাঘনাশনম্ ।
গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং রৈবতং ত্বন্তরং শৃণু ।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুর বৃত্তান্ত তথা দুর্ব্বাসাশাপে ভ্রষ্টশ্রী দেবগণসহ ব্রহ্মার শ্রীহরিস্তুতি বর্ণিত হইয়াছে ।

পূর্ব্ববর্ণিত চতুর্থমনুতামস-ভ্রাতা পঞ্চম মনু রৈবত । রৈবতের অর্জ্জুন, বলি ও বিন্ধ্যাদি পুত্র । এই মন্বন্তরে বিভু নামক ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবতা, হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, ঊর্দ্ধ্বাহু প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামক পত্নীগর্ভে ভগবান্ বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব । ইনিই রমাদেবীর প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠলোক-নির্ম্মাতা । ইঁহার অনুভাব ৩য় স্কন্ধে বর্ণিত । চক্ষু মনুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু । পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি ইঁহার পুত্র । এই মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র, আপ্যাদি দেবতা, হর্য্যস্মৎ ও বীরকাদি সপ্তর্ষি এবং বৈরাজপত্নী দেবসম্ভূতির গর্ভে ভগবান্ অজিতের আবির্ভাব, এই ভগবান্ অজিতই সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতাদিগের জন্য সুধাসাধন এবং কূর্ম্মরূপে মন্দর ধারণ করেন । অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ সমুদ্রমন্থন-ব্যাপার শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীশুকদেবের তৎসমীপে দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণের পরাজয় তথা দুর্ব্বাসাশাপে ইন্দ্রসহ ত্রিভুবনের শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় দেবগণের ব্রহ্মসভায় গমন ও ব্রহ্মাকে সকল বিষয় নিবেদন এবং ব্রহ্মার দেবগণসহ ক্ষীরোদসাগরে উপনীত